NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ 'ভাইয়েরা, বড় ভুল হয়ে গেছে', ধোনিকে না নেওয়ার পর কার্তিক

টাইব্রেকারে পঞ্চাবকে হারিয়ে ডুরান্ড সেমি ফাইনালে বাগান ৮

কলকাতা ২৪ অগস্ট ২০২৪ ৭ ভাদ্র ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৭৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.08.2024, Vol.18, Issue No. 75, 8 Pages, Price 3.00

আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তও করবে সিবিআই

হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে সন্দীপ

নয়াদিল্লি, ২৩ অগস্ট: আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার তদন্তভারও সিবিআইকে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ রাজ্যের তরফে গঠন করা বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট-এর তদন্তের বিষয়টি খারিজ করে দেন। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে সিবিআইয়ের হাতে নথি হস্তান্তর করতে বলা হয়েছে সিটকে। তিন সপ্তাহ পরে তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট আদালতের কাছে জমা দিতে হবে সিবিআইকে।

আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ইডি ও সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করাতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হাসপাতালের প্রাক্তন অতিরিক্ত সুপার আখতার আলি। চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় প্রথম থেকেই প্রশ্ন উঠেছে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ভূমিকা নিয়ে। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক দুর্নীতির পাশাপাশি মৃতদেহ এবং বায়ো মেডিক্যাল বর্জ্য পাচার, তোলাবাজির অভিযোগ আনেন আখতার।

উল্লেখ্য, আদালতের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টেরই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। ডিভিশন বেঞ্চ শুক্রবার দুপুরে সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ের কপিও আনতে বলে। শুক্রবার দুপুরেই সন্দীপের বিরুদ্ধে ওই দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সন্দীপের আইনজীবী বলেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ। অথচ তাঁর কথা না শুনেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে ডিভিশন বেঞ্চের কাছে দ্রুত শুনানির আর্জিও জানিয়েছেন তিনি।

আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি একাধিক অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে দু'টি মামলা দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে একটি করেছেন সন্দীপের প্রাক্তন সহকর্মী তথা আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। অন্য মামলাটি করেন আইনজীবী সুস্মিতা সাহা দত্ত। এর মধ্যে আখতারের মামলাটিই উঠেছিল বিচারপতি ভরদ্বাজের বেঞ্চে। আখতারের আইনজীবী আদালতকে বলেছিলেন, 'সন্দীপের বহু দুর্নীতির অভিযোগ রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখাকে জানিয়েও লাভ হয়নি। এক বছর পরে এখন সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিট গঠন করছে রাজ্য। তাই সিট-এ ভরসা না করে এ বিষয়ে ইডিকে দিয়ে তদন্ত করানো হোক।' শুক্রবার সেই মামলারই শুনানিতে আদালত আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির তদন্তভার দেয় সিবিআইয়ের হাতে। বিচারপতি ভরদ্বাজ তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, 'যেহেতু আরজি করের মূল ঘটনাটির তদন্ত সিবিআই করছে, তাই আর্থিক দুর্নীতির তদন্তও তারা করুক। কারণ, একাধিক সংস্থা তদন্ত করলে বিষয়টি জটিল এবং সময়সাপেক্ষ হতে পারে।'

এই নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন সন্দীপ। তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য, তিনি ওই মামলায় অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বক্তব্য না শুনেই ওই নির্দেশ দিয়েছে আদালত। প্রসঙ্গত, আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী সন্দীপের বিরুদ্ধে টেন্ডারে পক্ষপাতিত্ব, চিকিৎসাজনিত জৈব বর্জ্যের বেআইনি বিক্রি, কাটমানি নেওয়া এবং অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসকদের পাশ করানোর অভিযোগ এনেছিলেন। এ ব্যাপারে সরব হওয়ায় তাঁকে আরজি কর থেকে বদলিও করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর আইনজীবী আদালতকে বলেন, 'গত বছর ১১ জানুয়ারি হাসপাতালের মর্গ থেকে দেহ উধাও হয়ে যায়। সে ব্যাপারে মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগে জানানো হয়েছিল। তারা তলবও করেছিল সন্দীপকে। পরে 'মেডিক্যাল ওয়েস্ট' দুর্নীতি নিয়েও সন্দীপের বিরুদ্ধে রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখায় অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু কোনও অভিযোগেই কাজ হয়নি।'

সন্দীপ-সহ সাত জনের পলিগ্রাফ টেস্টের অনুমতি আদালতের

ধৃত সঞ্জীবের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-সহ সাত জনের পলিগ্রাফ পরীক্ষার অনুমতি দিল শিয়ালদহের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট (এসিজেএম) আদালত। এ বার আরজি কর-কাণ্ডে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ, অভিযুক্ত, অভিযুক্তের বন্ধু, হাসপাতালের চার চিকিৎসক পড়ুয়ার পলিগ্রাফ পরীক্ষা করাতে পারবে সিবিআই।

উল্লেখ্য, যাঁর বা যাঁদের পলিগ্রাফ পরীক্ষার আবেদন জানানো হয়, তাঁর সম্মতি ছাড়া ওই পরীক্ষা করা যায় না। পলিগ্রাফ পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য আদালতে প্রমাণ হিসাবেও গ্রাহ্য হয় না। এই পরীক্ষায় তদন্তে সুবিধা হয় মাত্র। সেই প্রক্রিয়ার জন্য বৃহস্পতিবার শিয়ালদহ কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল সিবিআই। শুক্রবার সেই অনুমতি মিলেছে।

শুক্রবার শিয়ালদহের আদালতে হাজির করানো হয়েছিল অভিযুক্তকে। তাঁকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠিয়েছে আদালত। কড়া নিরাপত্তার মাঝে বিচারকের কক্ষে তাঁর শুনানি হয়েছে। সেখানে সাংবাদিক বা বাইরের কারও প্রবেশের অনুমতি ছিল না। অভিযুক্তের তরফে জামিনের আবেদন করা হলেও তা মঞ্জুর করা হয়নি। এই আবহে আরজি কর-কাণ্ডে অভিযুক্ত-সহ সাত জনের পলিগ্রাফ পরীক্ষা করানোর অনুমতি দিয়েছে আদালত।

সিবিআই মনে করছে, ঘটনার পর হাসপাতাল এবং সেমিনার রুমে যাওয়া নিয়ে বিভিন্ন বয়ানের মাধ্যমে তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন ধৃত। মনে করা হচ্ছে, তার জন্যই তাঁর পলিগ্রাফ করাতে চাইছে সিবিআই। হেপাজতে থাকাকালীন বার বার বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। সিবিআই সূত্রে খবর, আরজি কর হাসপাতালে প্রবেশের কারণ, সময় নিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন ধৃত। সেমিনার হলের প্রবেশের কারণ নিয়েও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন তিনি। যদিও সিবিআইয়ের হাতে ঘটনার রাতের সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে। তাতে অভিযুক্তকে চার তলায় আসতে এবং যেতে দেখা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, এ সব কারণে পলিগ্রাফ করতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

অন্য দিকে, শুক্রবারও সিজিও দপ্তরে হাজিরা দিয়েছেন সন্দীপ। এই নিয়ে অষ্টম বার সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হচ্ছেন তিনি। আরজি কর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চারতলার সেমিনার হল থেকে চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর থেকেই সমালোচনার মুখে পড়েছেন সন্দীপ। তাঁর অপসারণের দাবি তোলেন হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তারেরা। আন্দোলনের চাপে পড়ে সন্দীপ নিজেই ইস্তফা দেন। তবে সে দিনই তাঁকে অন্য হাসপাতালের অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ করা হয়। সেই নিয়োগ নিয়েও বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। পরে কলকাতা হাইকোর্ট তাঁকে ছুটিতে পাঠায়। এর পর চিকিৎসকদের আন্দোলনের দাবি মেনে বুধবার সন্দীপকে ন্যাশনাল মেডিক্যালের অধ্যক্ষ পদ থেকেও অপসারিত করা হয়। এ বার তাঁরও পলিগ্রাফ পরীক্ষা করানোর অনুমতি পেল সিবিআই।

বিজেপি নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে রাজ্য জুড়ে থানা ঘেরাও বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চেয়ে পথে নেমেছে বিজেপি। বৃহস্পতিতে স্বাস্থ্য ভবন অভিযানে পুলিশি বাধার মুখে পড়ে তুলকালাম পরিস্থিতির পর শুক্রবার রাজ্য জুড়ে থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে নামল তারা। রাজ্যের জায়গায় জায়গায় থানা ঘেরাও করে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন দলের সাংসদ, বিধায়ক-সহ অন্য নেতাকর্মীরা। কোথাও নেতৃত্ব দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কোথাও আবার দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বেহালায় থানায় দলের অবস্থান বিক্ষোভে ছিলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ও। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার অবশ্য শ্যামবাজার মোড়ের ধর্নামঞ্চে রয়েছেন। সেখানে রয়েছেন তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও।

বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। সেই অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় সল্টলেকে। গ্রেপ্তারও হন শুভেন্দু এবং দলের রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য-সহ কয়েক জন। তার পরেই থানা ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। সেই মতো শুক্রবার নন্দীগ্রাম থানায় বিজেপির নেতাকর্মী এই কর্মসূচি শুরু করতেই উত্তেজনা ছড়ায়। তাঁরা থানার গেট খুলতে যাওয়ায় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও হয়। পরে

বিজেপি নেতারা থানায় গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন। বিজেপি নেতা মেঘনাদ পাল বলেন, 'নন্দীগ্রামে শতাধিক বিজেপি নেতা-কর্মীর নামে ভুরি ভুরি মিথ্যা মামলা রয়েছে। এই রাজ্যের পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়েছে। যার ফলস্বরূপ রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকেও গ্রেপ্তার করতে পিছপা হয়নি তারা।'

বিজেপির থানা ঘেরাও ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড শিলিগুড়িতেও। বিজেপির ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির ৪ ও ৫ নম্বর মণ্ডলের কর্মী-সমর্থকেরা এনজেপি থানা ঘেরাও করেন। থানার সামনে ব্যারিকেড থাকায় বাধার মুখে পড়তে হয় তাঁদের। ব্যারিকেড ভেঙেই এগোতে যান বিক্ষোভকারীরা। তা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও হয়। মাটিগাড়া থানাতেও বিক্ষোভ হয়েছে। পুলিশি বাধার মুখে পড়ে পরে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি নেতা-কর্মীরা। দক্ষিণ দিনাজপুরেও আটটি থানা ঘেরাও করা হয়। বিজেপি নেতা বাপী সরকার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসক হিসেবে ব্যর্থ। তাঁর প্রশাসনে মহিলারা আর নিরাপদ নন। তাই এক্ষুনি তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। পদত্যাগ করা উচিত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর। আরজি কর-কাণ্ডে দোষীদের গ্রেপ্তার করার বদলে এই সরকার তাদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধেই আমাদের আন্দোলন'

উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতেও বিজেপি নেত্রী রেখা পাত্রের নেতৃত্বে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে বসিরহাট কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন রেখা। হেরে গিয়েছেন। তার পর থেকে রাজনীতির ময়দানে তেমন সক্রিয়ও ছিলেন না। এ বার আরজি কর-কাণ্ডের আবহে পথে নামলেন রেখা। তিনি বলেন, 'আরজি করের ঘটনা নিয়ে সারা রাজ্যে আরও প্রতিবাদ হবে। যত দিন যাবে, তত প্রতিবাদ বাড়বে।' হুগলির চুঁচুড়া থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। চুঁচুড়া ঘড়ির মোড় থেকে মিছিল করে তাঁরা চুঁচুড়া থানার সামনে হাজির হন। থানার গেট খুলে ভিতরে ঢোকারও চেষ্টা করেন। তা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। এর পর থানার সামনে বসে শুরু হয় বিক্ষোভ।

জেলেনস্কির কাঁধে হাত রেখে মোদির আলিঙ্গন কূটনীতি

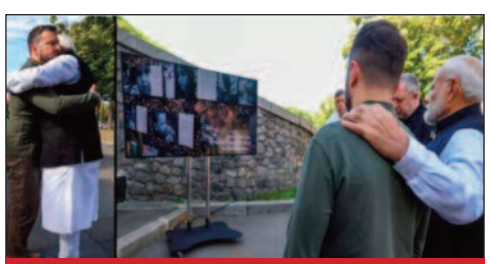

ঘুরে দেখলেন যুদ্ধের ভয়াবহতা

কিয়েভ, ২৩ অগস্ট: সাত ঘণ্টার সফরে কিয়েভে পৌঁছেই ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে 'ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ হিস্ট্রি'তে রুশ হামলায় নিহত শিশুদের স্মৃতিসৌধে গেলেন নরেন্দ্র মোদি। সেখানে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে দেখা গেল ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ থেকে ১০ ঘণ্টার রেলযাত্রায় শুক্রবার সকালে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ পৌঁছন। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইউক্রেনের আকাশ নিরাপদ নয় বলেই প্রধানমন্ত্রীর এই রেলযাত্রার সিদ্ধান্ত। ওয়ারশের মতোই কিয়েভেও মোদিকে স্বাগত জানাতে অনাবাসী ভারতীয়দের ভিড় ছিল। তাঁর নামে জয়ধ্বনিও শোনা গিয়েছে। হোটেলে পৌঁছনোর পর আধঘণ্টার মধ্যেই মোদি যান গান্ধিমূর্তিতে শ্রদ্ধা অর্পণ করতে। সেখানে উপস্থিত অনাবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে মোদি বলেন, 'ভারতের অবস্থান পরিষ্কার, এটি যুদ্ধের সময় নয়। আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে মানবতার এই সঙ্কট কাটাতে হবে।'

জেলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎপর্বে করমর্দনের পাশাপাশি ছিল 'মোদিসুলভ' আলিঙ্গনও। তাঁরা দু'জনে এর পরে 'ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ হিস্ট্রি'তে যান। সেখানকার 'মাল্টিমিডিয়া মার্টিরোলজিস্ট এক্সপোজিশন'-এ যুদ্ধে নিহত শিশুদের ছবি এবং স্মৃতিসৌধ রয়েছে। তখনই জেলেনস্কির কাঁধে হাত রাখতে দেখা যায় মোদিকে। এর পরে দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠক শুরু হয়। প্রসঙ্গত, ১৯৯১ সালের পর এই প্রথম ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেনে গেলেন। চলতি বছরে ৮ জুলাই ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নিয়ে রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন মোদি। মনে করা হচ্ছে, কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্যের বার্তা দিয়েই এ বার রাশিয়ার শত্রু দেশে যাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সমালোচকেরা অবশ্য বলছেন, আমেরিকা-সহ পশ্চিমি দুনিয়াকে সন্তুষ্ট করতেই তাঁর এই সফর।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মোদির ইউক্রেন সফরের আগেই বৃহস্পতিবার রাত থেকে ইউক্রেন জুড়ে ধারাবাহিক ড্রোন হানাদারি শুরু করে রাশিয়া। চেরকাসি, কিরোভোহার্ড, পোলতাভা এবং সুমি অঞ্চলে অন্তত ১৬টি রুশ ড্রোন হামলা চালায় বলে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির বাহিনীর দাবি। তবে আকাশ আক্রমণ প্রতিরোধী ব্যবস্থা (এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম) সফল ভাবে ড্রোন হামলার মোকাবিলা করেছে বলে ইউক্রেন বায়ুসেনার জানিয়ে বলেছে, ১৪টি হামলাকারী ড্রোনকে সফল ভাবে ধ্বংস করা হয়েছে।

হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৭ অগস্টের নবান্ন অভিযানে হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। ওই কর্মসূচি বাতিলের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা করা হয়েছিল। আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে উচ্চ আদালতে। ফলে নবান্ন অভিযানে আপাতত আর বাধা রইল না। আদালত জানিয়েছে, এই ধরনের মিটিং-মিছিল নিয়ে যে নির্দেশিকা রয়েছে, তা নিয়ে একটি হলফনামা দিতে হবে রাজ্যকে। চার সপ্তাহ পরে এই মামলার আবার শুনানির সম্ভাবনা। আগামী ২৭ অগস্ট, মঙ্গলবার একটি সংগঠনের তরফে নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে উত্তাল রাজ্য। রাস্তায় নেমেছে সাধারণ মানুষ। শাসকদলের বিরুদ্ধে লাগাতার আক্রমণ শানিয়ে যাচ্ছে বিরোধীরা। এই পরিস্থিতিতে আগামী বুধবার (২৮ অগস্ট) মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রিসভার বৈঠক সাধারণত ১৩-১৫ দিনের মধ্যে হয়। এর আগে মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়েছিল গত ৫ অগস্ট। সেইমতো ২০ অগস্টের আশপাশে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। মন্ত্রিসভার বৈঠক পিছনোর কারণ নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে।

চলবে কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে গত ১৪ অগস্ট তদন্তভার দেওয়া হয় সিবিআইকে। তার পর থেকে কেটে গিয়েছে ন'দিন। আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের প্রতিনিধি দল সিবিআই দপ্তরে গিয়েছিল তদন্তের অগ্রগতির কথা জানতে। কিন্তু সিবিআইয়ের তরফে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়, ওই তদন্ত চলছে আদালতের নজরদারিতে। বিষয়টি বিচারাধীন। তাই এ বিষয়ে কিছু জানানো যাবে না। শুক্রবার এর পরেই আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিরা জানিয়ে দেন, আপাতত কাজে ফিরছেন না আন্দোলনকারী চিকিৎসকেরা।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

অনিল আম্বানিকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করল সেবি

নয়াদিল্লি, ২৩ অগস্ট: আরও বিপাকে শিল্পপতি অনিল আম্বানি। প্রতারণার অভিযোগে তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া বা সেবি। একই সঙ্গে রিলায়েন্স হোম ফাইনান্সের প্রাক্তন কর্তাকে ২৫ কোটি টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।

সেবির তরফে জানানো হয়েছে, রিলায়েন্স হোম ফাইনান্সের কয়েকজন শীর্ষ কর্তা, অনিল আম্বানি এবং অন্য ২৪টি সংস্থাকে সরকারি নিয়ম না মেনে প্রতারণার অভিযোগে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছর সিকিউরিটিজ মার্কেটের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত থাকতে পারবেন না তিনি। একই সঙ্গে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়ার তালিকাভুক্ত কোনও পাবলিক কোম্পানির কোনও পদে থাকতে পারবেন না অনিল। আসলে ২০২২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে অনিল-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে রিলায়েন্স হোম ফাইনান্স সংস্থার তহবিল থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এরপরেই তাঁদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ওই সময়ই অন্তর্বর্তী নির্দেশে সেবি জানিয়েছিল, 'সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়ার তালিকাভুক্ত কোনও পাবলিক কোম্পানির পদে থাকতে পারবেন না অনিল। যতক্ষণ না পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। তাঁকে ডিরেক্টর, প্রোমোটার পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।' চূড়ান্ত নির্দেশেও সেবি জানাল, কোনও সংস্থার কোনও পদেই আর থাকতে পারবেন না মুকেশ আম্বানির ভাই।

প্রসঙ্গত, একসময় বিশ্বের ষষ্ঠ ধনী ব্যক্তি থাকা অনিল আম্বানি এই মুহূর্তে দেউলিয়া। তাঁদের আরকম-এর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, রিলায়েন্স কমিউনিকেশন, রিলায়েন্স টেলিকম ও রিলায়েন্স ইনফ্রাটেলের ঋণ যথাক্রমে ৪৯ হাজার কোটি, ২৪ হাজার কোটি ও ১২ হাজার কোটি টাকা। এই বিপুল ঋণের ভারে জর্জরিত অনিল আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, এই মুহূর্তে তাঁর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও সম্পত্তি নেই। জীবনধারণের জন্যও তিনি স্ত্রী-সন্তানের উপর নির্ভরশীল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২২/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১০ নং এফিডেভিট বলে Prasanta Kumar De S/o. Tarak Chandra De ও Prasanta De S/o. T. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৮২৯ নং এফিডেভিট বলে Soma Chowdhury ও Soma Ghosh W/o. Aloke Kumar Ghosh D/o. Ram Kinkar Chowdhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৮৩০ নং এফিডেভিট বলে Daliya Pal W/o. Swarup Ghosal ও Daliya Pal D/o. Joydeb Pal ও Daliya Ghosal W/o. Swarup Ghosal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Change Of Name

I **Amita Upadhyay** w/o Dewashish Upadhyay resident of IIT Campus Qtrs no.B- 175 P.O-Kharagpur Technology , PS- Kharagpur , Dist.-Paschim Medinipur, Aadhar number 607414864878 passport number Z3223976. I hereby declare that my name change from Pandey Amita to Amita Upadhyay. **Amita Pandey** and **Amita Upadhyay** are one and same identical person vide affidavit no.- 2951/24 dated 19.08.24 before the Notary at Kharagpur, Paschim Medinipur.

নাম-পদবী

গত ২২/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৫৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Gobinda Lal Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nalin Chandra Ghosh ও M. Ch. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sujan Karmakar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mahadeb Karmakar ও Mahadab Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২২/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Abir Boral ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Pranab Kumar Boral ও P. K. Boral সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

E-TENDER

E- tender are invited by the Prodhan, Patharghata - II Gram Panchayat(Under Tehatta- I Panchayat samity), Taranipur, Nadia. **NIET No. 07/15th CFC Tied Fund 2024-25.** Last date of submission **02.09.2024 upto 3p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in** For details please contact the Office.

Sd/- Prodhan, Patharghata - II Gram Panchayat.

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৪শে আগস্ট, শনি বার, ৮ই ভাদ্র। পঞ্চমী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি, গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন। যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে। এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে, হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে। পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে। আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ। দুর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখ বর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী। মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন। মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২২/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২১ নং এফিডেভিট বলে আমি Debasish Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shyamal Mondal ও Shyamal Mondla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২২/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Anubrata Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ranjit Kumar Ghosh ও R. K. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২১/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৪৮০ নং এফিডেভিট বলে আমি Gopal Shikari ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Hiralal Shikari ও L. Shikari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৪৪০ নং এফিডেভিট বলে Ojihan Mallik S/o. Ochikar Mallik ও Ajhan Rahaman Mallik S/o. Asikar Rahaman Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

ভুলসংশোধন

গত ২৩/০৮/২৪ তাং একদিন প্রত্রিকায় যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে ভুলবশত IV-24 নং আমমোক্তার দলিল বলে লেখাছিল। সঠিক হবে IV-28 নং।

বিজ্ঞপ্তি

শক্তিমন্দির কো-অপারেটিভ ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক এণ্ড হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড
রেজি. নং - ৩০/নদীয়া, তাং - ২৯.১২.১৯৪৭
নেতাজিবাগ, পোঃ-শক্তিনগর, থানা- কোতওয়ালি, জেলা-নদীয়া।
বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা শক্তিমন্দির কো-অপারেটিভ ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক এণ্ড হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড এর সকল সদস্য/সদস্যাগণকে জানানো যাচ্ছে যে সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, নদীয়া রেঞ্জ এর আদেশ নং ১০২৯/১(২৫), তাং ০৭.০৮.২৪ অনুযায়ী আগামী ২৬.০৯.২০২৪ তারিখ, বৃহস্পতিবার বেলা ১০.৩০ টায় সমিতির কার্যালয়ে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় ১৫ (১২ সাধারণ, ২ মহিলা এবং ১ তপসিলি জাতি/উপজাতি) জন পরিচালক এর নির্বাচন সহকারী নির্বাচনী আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত নিয়মাবলী এবং বিস্তারিত নির্বাচনী নির্ঘণ্ট সমিতির কার্য্যালয়ের নোটিসবোর্ডে বিজ্ঞাপিত হবে। বিজ্ঞপ্তি দেখার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে। যেকোনো তথ্য জানার জন্য, সমিতির কার্যালয়ে যেকোনো কাজের দিন সকাল ১১.০০ টা থেকে ০২.০০ টোর মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকাভুক্ত সকল সদস্য/সদস্যাগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(অমিতাভ মণ্ডল)
সমবায় সমিতি সমূহের পরিদর্শক
(সদর দপ্তর)
সমবায় অধিদপ্তর, নদীয়া রেঞ্জ

বিশেষ দ্রষ্টব্য- যথাযথ কোরাম সম্পূর্ণ না হলে সমবায় আইন অনুযায়ী সাতদিন পর একই স্থানে ও একই সময়ে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য আলাদা করে নোটিশ দেওয়া হবে না।

বিজ্ঞপ্তি

গত ১৬.০৭.২০২৪ এই পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তি এর দাগ নং ৫১/১১১৪ ভুলবশতঃ ছাপানো হয়েছে এবং এর পরিবর্তে সঠিক হইবে দাগ নং ৫১/১১২৪

মাধব সামন্ত, অ্যাডভোকেট
জাজেস কোর্ট, হাওড়া
মো নং ৯৮৩০১৭১২৭২

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল লিপিকা মন্ডল, স্বামী- দীনবন্ধু মন্ডল, সাং- বাজেহাড়াল, থানা- বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগনা, অমিয় মিস্ত্রী দিং হইতে ২০১২ সালের ১৬৭৯ নং আমমোক্তার অর্জুন মন্ডল, পিতা- মৃত সুবল মন্ডল, সাং- হাড়াল কে নিযুক্ত করেন, তাহার থেকে আমার মক্কেল খরিদ করেন, মৌজা- সোলগোহালিয়া, জে. এল. নং- ২৫, খতিয়ান নং- ৩৭৯, ৮৭৮, ২৪৬৪, ২৪৬৫, ২৪৬৬, ২৪৬৭, ২৪৬৮ ও ২৪৬৯, ৯৮ নং দাগে ৪ কাঠা ৪ ছটাক জমি, এখন উক্ত জমি আমার মক্কেল নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে দাতা- দাত্রীগণের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর হইতে ৭ দিনের মধ্যে বারুইপুর বি. এল. এ্যান্ড এল. আর.ও অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রহিল, অন্যথায় এক তরফা শুনানী হইবে।

Sanat Sardar
Advocate
Baruipur Civil Court

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমতী মিতা ব্যানার্জী স্বামী শ্রী গোপেন ব্যানার্জী সাকিম সুখড়িয়া, পোঃ সোমড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩ বিগত ইং- 17/07/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে I-6604/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **(শ্রী গোপেন ব্যানার্জী** পিতা ঁবিভূতি ভূষন ব্যানার্জী সাকিম সুখড়িয়া, পোঃ সোমড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩)-কে ও **২) শ্রী স্বপন ব্যানার্জী ওরফে স্বপন কুমার ব্যানার্জী** পিতা ঁবিভূতি ভূষন ব্যানার্জী সাকিম সুখড়িয়া, পোঃ সোমড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩ বিগত ইং- 27/01/2020 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে IV-0028/2020 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার অপর মক্কেল **(শ্রী প্রবীর সরকার** পিতা গৌরাঙ্গ সরকার সাকিম সোমড়া, পোঃ সোমড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩)-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত দুইটি আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলদ্বয় ইং- 03/11/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-10277/2023 নং দলিল মূলে **১) শ্রী নির্মলেন্দু মুন্সী** পিতা ঁশচীন্দ্র নারায়ন মুন্সী ও **২) শ্রী দীপাঞ্জন মুন্সী** পিতা শ্রী নির্মলেন্দু মুন্সী উভয়ের সাকিম ১৮৬/এ, থার্ড ফ্লোর, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, পোঃ আলমবাজার, থানা বরাহনগর, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পিন ৭০০০৩৫ মহাশয়দ্বয়কে বিক্রয় করেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা সুখড়িয়া, জে. এল. 96 অন্তর্গত সাবেক 403 নং ও হাল 505 দাগে শালি জমি ১)হাল এল. আর. 1709 **(মিতা ব্যানার্জী)**খতিয়ানে 12.50 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে 08 শতক এবং হাল এল. আর. 1680 **(স্বপন ব্যানার্জী)**খতিয়ানে 16 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে 08 শতক, একুনে দুইটি খতিয়ানে মোট 16 শতক অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১) শ্রী নির্মলেন্দু মুন্সী** পিতা ঁশচীন্দ্র নারায়ন মুন্সী ও **২) শ্রী দীপাঞ্জন মুন্সী** পিতা শ্রী নির্মলেন্দু মুন্সী উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

স্বাস্থ্য দপ্তরের ওএসডি পদে নিয়োগ হননি সন্দীপ, স্পষ্ট করল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে আদালতের নির্দেশে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। তাঁকে স্বাস্থ্য দফতরের ওএসডি পদে নিয়োগ করা হয়েছে বলে বিভিন্ন মহলে যে প্রচার চলছে, তা ভিত্তিহীন বলে স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে। স্বাস্থ্য ভবনে শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম জানান সন্দীপ ঘোষ বর্তমানে ছুটিতে রয়েছেন। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে তাঁর পোস্টিং বাতিল করা হয়েছে। অন্যদিকে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের ফের কাজে ফেরার আর্জি জানিয়ে স্বাস্থ্যসচিব বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো হাসপাতালের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে। আর জি করের নিরাপত্তায় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।স্বাস্থ্যসচিব বলেন, তজুনিয়র চিকিৎসকরা রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলির শিরদাঁড়া। গোটা রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে ক্যানসার, কার্ডিওলজি এবং নিউরোলজির মতো একাধিক চিকিৎসা বিভাগ রয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র সিনিয়র চিকিৎসকরা হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছেন। তার ফলে বহুক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে গরিব মানুষেরা বিপাকে পড়ছেন। তাই আমাদের অনুরোধ আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা তড়িঘড়ি কাজে ফিরুন। এই প্রসঙ্গে এইমসের চিকিৎসকদের সুপ্রিম কোর্টের আর্জি মেনে ফের কাজে ফেরার কথাও জানান স্বাস্থ্যসচিব।

হোম ডেলিভরি বয়দের জন্য বিশেষ উদ্যোগ রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার সুইগি, জ্যোমাটোর মত অ্যাপ নির্ভর পণ্য সরবরাহকারী সংস্থার কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা দিতে উদ্যোগী হয়েছে। ন্যূনতম মজুরি, দুর্ঘটনা বিমা সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধে দিতে এই কর্মীদের জন্য একটি কল্যাণ পর্ষদ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন। সম্প্রতি নবান্নে এ ব্যাপারে একটি বৈঠকও হয়েছে। অর্থ, শ্রম এবং পরিবহণ দফতরের উচ্চ পদস্থ অফিসাররা বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। পরিবহণমন্ত্রী বলেন, 'রোদ, ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে রাতের বেলাতেও বাড়ি বাড়ি পরিষেবা দিয়ে থাকেন সংস্থার কর্মীরা। তাদের স্বীকৃতি দিতেই রাজ্য সরকার এই পরিকল্পনা নিয়েছে।' তিনি জানান রাজ্য় সরকার সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের কুপন বা কার্ড সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে দেবে। তারাই তা নিজেদের কর্মীদের মধ্যে বণ্টন করবে।

ভারতে বর্তমানে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে গিগ শ্রমিকদের সংখ্যা। যদিও সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটলেও এই শ্রমিকদের নেই কোনও সামাজিক সুরক্ষা। সম্প্রতি প্রকাশিত এক সমীক্ষা রিপোর্ট অনুসারে, অ্যাপ ভিত্তিক ক্যাব চালক থেকে গিগ শ্রমিকদের প্রতিদিন কাজ করতে হয় ১০ ঘণ্টা বা তার বেশি। যাদের প্রায় ৪৫ শতাংশের দৈনিক রোজগার ৫০০ টাকারও কম। দ্য হিন্দুতে প্রকাশিত এক সমীক্ষা রিপোর্টে একথা জানানো হয়েছে।ওই সমীক্ষা রিপোর্ট অনুসারে অ্যাপ ভিত্তিক ডেলিভারি কর্মীদের ৩৪ শতাংশের বেশি কর্মী মাসে ১০ হাজার টাকার কম রোজগার করেন। যদিও তাদের ৭৮ শতাংশকেই প্রতিদিন ১০ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হয়। এছাড়াও তাদের সামাজিক সুরক্ষাও নেই। ওই সমীক্ষা রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে ৭৬ শতাংশ ডেলিভারি কর্মীরা তাদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারেন না।

অন্যদিকে অ্যাপ ভিত্তিক ক্যাব চালকদের ৮০ শতাংশই জানিয়েছেন কোম্পানি তাদের যে কমিশন দেয় তাতে ক্ষুব্ধ। এদের অনেকেই জানিয়েছেন কোম্পানি তাদের কাছ থেকে প্রতি যাত্রায় কমিশন বাবদ ৩১ থেকে ৪০ শতাংশ কেটে নেয়। যদিও তারা দাবি করে মাত্র ২০ শতাংশ কমিশন নেবার। অ্যাপ ভিত্তিক ক্যাব চালকদের মধ্যে ৮৩ শতাংশ দৈনিক ১০ ঘণ্টা গাড়ি চালান। ৬০ শতাংশ গাড়ি চালান ১২ ঘণ্টা এবং প্রায় এক তৃতীয়াংশ গাড়ি চালান প্রতিদিন গড়ে ১৪ ঘণ্টা।

কৃষকদের আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম কিনতে সাহায্য করবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার চলতি বছরে মোট ৭৫ হাজার কৃষককে আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম কিনতে সাহায্য করবে। এজন্য খরচ হবে ২৫০ কোটি টাকা। সাহায্য দানের প্রক্রিয়ায় এবার সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে অনলাইনে লটারির মাধ্যমে প্রাপকদের বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে এবছর থেকেই কৃষির যান্ত্রিকীকরণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রকল্প বা এফএফএসএম-এর অধীনে কৃষকদের যন্ত্রপাতি কিনে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনলাইন আবেদনের পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। গত ২০ অগস্ট থেকে কৃষি দফতরের পোর্টালে আবেদন নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যা চলবে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তার পরে আবেদনকারীদের মধ্যে লটারি করে কৃষি যন্ত্রাংশ দেওয়া হবে। কৃষি দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের নজরদারিতে এই লটারি করা হবে। কৃষি সরঞ্জাম বিলি নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ রুখতেই সামগ্রিক প্রক্রিয়া অনলাইন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে । এছাড়াও কৃষকবন্ধু প্রকল্পে নাম থাকা কৃষক বা সরকারি কোনও দফতরের স্বীকৃত কৃষক গোষ্ঠী কৃষিযন্ত্র ভাড়া কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কোনও কৃষক বা কৃষকগোষ্ঠী পাওয়ার টিলার বা সৌরশক্তি চালিত পাম্প কেনার জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে আগ্রহী কৃষকদের ০.৫ একর নিজস্ব জমি থাকতে হবে। ছোট যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে চাষিরা ৫০ শতাংশ ভর্তুকি পাবেন। চাষিরা পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ছাড়া ড্রোনের জন্যও আবেদন করতে পারবেন।

বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলির কৃষিব্যবস্থা এখন অনেকাংশেই যন্ত্র নির্ভর। ভারতের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রেও কৃষির ক্ষেত্রে যন্ত্রের বহুল ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছে। পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং দক্ষিণ ভারতে তার বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে। সেই সব রাজ্যে ফসলের উৎপাদনও বেড়েছে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহারে। মুখ্যমন্ত্রী চান বাংলার কৃষকেরাও এই উন্নয়নের আস্বাদ নিক। বাংলাতেও এখন আর জমি চষতে লাঙলের ব্যবহার দেখা যায় না, বলেই চলে। পরিবর্তে এসেছে ট্রাক্টর। ধান ঝাড়াইয়ের কাজেও ব্যবহার করছে যন্ত্র। এই যন্ত্রের ব্যবহারের সুযোগ যাতে রাজ্যের সব কৃষকই পায় তার জন্য প্রতিবছর রাজ্য সরকার একটু একটু করে রাজ্যের সব কৃষককেই চ((ঞ্চর অধীনে আনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সেই সূত্রেই এইবছর রাজ্যের ৭৫ হাজার কৃষককে এই সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গতবারের তুলনায় এবছর প্রতিটি জেলাতেই কৃষকদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বেশি সংখ্যক চাষিকে সুবিধা দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য। তবে যারা গতবছর যন্ত্রাংশ পেয়েছেন, তাঁরা এবছর কিছু পাবেন না। সব থেকে বড় কথা, এবছর যন্ত্রাংশ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা রাখার জন্য অনলাইন লটারি চালু হয়েছে।

পড়ুয়াদের অবরোধের মতো স্কুল বহির্ভূত কর্মসূচিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুল পড়ুয়াদের রাস্তা অবরোধ সহ স্কুল বহির্ভূত কোনও কর্মসূচিতে নিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রতি জেলাশাসককে বিষয়টি নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। শুক্রবার নবান্ন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্য সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা। সেই বৈঠক থেকেই তিনি এই নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। কোনও রকমের প্রতিবাদ, রাস্তা অবরোধ-সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে স্কুল পড়ুয়াদের ব্যবহার না করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, স্কুল পড়ুয়াদের এধরণের কর্মসূচিতে নিয়ে যাওয়া কোনওমতেই অনুমোদনযোগ্য নয়। কোথাও এরকম কোনও ঘটনা ঘটে থাকলে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। কোনও জায়গায় এরকম কর্মসূচি নেওয়া হলে তা বন্ধ করতে হবে এবং যাঁরা ওই কর্মসূচি গ্রহণ করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হবে বলেও স্পষ্ট ভাবে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই পশ্চিম মেদিনীপুর সহ বেশ কয়েকটি জেলার স্কুল পরিদর্শকদের তরফে এই একই মর্মে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। স্কুল চত্বরের বাইরে স্কুলশিক্ষা দফতরের অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনও কর্মসূচিতে যোগ দিতে পারবেন না স্কুল পড়ুয়ারা বলে নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

জন্মাষ্টমীতে কম চলবে মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী সোমবার জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কম চলবে কলকাতা মেট্রো। কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানা গিয়েছে, সোমবার দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ লাইনে স্বাভাবিকের চেয়ে ৫৪টি মেট্রো কম চলবে। এছাড়া, হাওড়া ময়দান-এসপ্ল্যানেড এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ-শিয়ালদা লাইনেও ওই দিন মেট্রোর সংখ্যা কম করা হয়েছে।

মেট্রোর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সোমবার জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ লাইনে আপ-ডাউন মিলিয়ে ২৩৪টি মেট্রো চালানো হবে। অন্যান্য দিন ওই লাইনে ২৮৮টি মেট্রো চলে। তবে মেট্রোর সংখ্যা কমলেও প্রথম এবং শেষ মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ওই দিন দমদম থেকে কবি সুভাষগামী এবং কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে। দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বরের প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষের মেট্রো ছাড়বে সকাল ৭টায়।

কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত সাড়ে ৯টায়। দমদম থেকে শেষ মেট্রো ৯টা ৪০ মিনিটে ছাড়বে। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষগামী শেষ মেট্রো ৯টা ২৮ মিনিটে ও দমদম থেকে কবি সুভাষের শেষ মেট্রো ৯টা ৪০ মিনিটে ছাড়বে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কবি সুভাষ এবং দমদমের মধ্যে রাতের বিশেষ মেট্রো চলবে ১০টা ৪০ মিনিটে।

লোকসংস্কৃতি বিষয়ক কর্মশালা ও সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুর: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক কর্মশালা ও সম্মেলন। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক ভাবনার উন্মেষ ঘটানোয় এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা অধিকর্তা কৌস্তুভ তরফদার, জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন পাল। কর্মশালায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর বরুণ চক্রবর্তী, সদস্য, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ডক্টর সুতপা সেনগুপ্ত, ডক্টর মনিকা রায় কুন্ডু ও ডক্টর বাঁশরী মুখোপাধ্যায়। ৫২ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে আজকের এই কর্মশালায়।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে ফের ঘনীভূত ঘূর্ণাবর্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর বঙ্গোপসাগরে ফের ঘনীভূত ঘূর্ণাবর্ত। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, সমুদ্র উত্তাল হবে। শনি ও রবিবার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে। পাশাপাশি বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গেও। উইকেন্ডে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা মালদা ও দুই দিনাজপুরে।

কলকাতায় শুক্রবার আংশিক মেঘলা ছিল আকাশ। কয়েক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টিপাতও হয়। শুক্রবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ২৭ থেকে ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে ২১.৮ মিলিমিটার।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৪ অগস্ট ২০২৪ ৭ ভাদ্র ১৪৩১ শনিবার

তদন্তের অগ্রগতি কতদূর জানতে সিবিআই দপ্তরে জুনিয়র চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-হত্যা মামলার তদন্তের অগ্রগতি কতদূর, তা জানতেই সরাসরি সিবিআই দপ্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। তাঁরা আগেই জানিয়েছিলেন, সিবিআইয়ের উত্তর সন্তোষজনক মনে হলে তাঁরা কর্মবিরতি তুলে কাজে ফিরবেন। অন্যথায় নয়। কিন্তু সিবিআই-সাক্ষাতেও মিলল না সুরাহা। এদিন সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের কাছ থেকে এ সংক্রান্ত কোনও তথ্যই পাননি তাঁরা। সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে

আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা সাফ জানান, সুবিচারের প্রশ্নে 'নো কম্প্রোমাইস'। তদন্তের বিষয়টিও ৯ আগস্ট যেখানে ছিল, আজও সেই তিমিরেই। তাই তাঁরা কর্মবিরতি চালিয়ে যাবেন। রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকদের কাছে কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা।

শুক্রবার বিকেলে আরজি কর হাসপাতালের আন্দোলনকারীদের নেতৃত্বে থাকা ডাক্তার অনির্বাণ মাহাতো-সহ বেশ কয়েকজন পৌঁছে যান সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে, সিবিআই দপ্তরে। এখানেই গত ৮ দিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের। ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে সেদিনের ঘটনার আশেপাশে থাকা প্রত্যক্ষদর্শী, সহকর্মীদের। কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি কী? তা জানতেই সিবিআই দপ্তরে যায় আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদল।

এদিন প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সিবিআই আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তাররা। তারপর বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, 'তদন্তের অগ্রগতি আমরা জানতে চেয়েছিলাম। তাতে সিবিআই আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, তদন্তের বিষয় কিছু প্রকাশ করা যাবে না। তাতে আমরা বলি, কিন্তু এর উপর তো নির্ভর করছে আমাদের কর্মবিরতি প্রত্যাহারের বিষয়টি। তাতে সিবিআই জানিয়েছে, তাদের উপর ভরসা রাখতে। সেই ভরসা হয়ত আমাদের আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের এহেন উত্তরে আমরা মনে করছি, তদন্তের প্রশ্নে ৯ অগস্ট যেখানে ছিলাম, আজও সেখানেই আছি। তাই আপাতত আমাদের কর্মবিরতি তোলার প্রশ্ন নেই।'

মমতার জেলে যাবার সময় এসেছে বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: স্বাস্থ্য অভিযানে পুলিশি বাধার প্রতিবাদে শুক্রবার রাজ্য জুড়ে থানা ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল বঙ্গ বিজেপি। এদিন বিকেলে ঘোলা থানা ঘেরাও করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে থানা থেকে প্রায় দেড় কিমি দূর থেকে মিছিল করেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। বিরোধী দলনেতা ছাড়াও এদিন মিছিলে ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং, কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার সভাপতি অরিজিৎ বক্সী, বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী। পুলিশ ব্যারিকেড করে মিছিল আটকানোর চেষ্টা করে। যদিও বিক্ষোভকারীরা সেই ব্যারিকেড ভেঙে থানার সামনে পৌঁছে যায়। বেশ কিছুক্ষণ থানা ঘেরাও করে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভ শেষে ম্যাটাডোরের ওপর দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী বক্তব্য রাখেন। এদিন শুভেন্দু দাবি করেন, 'ঘটনায় মমতা নিজে জড়িত। এবার মমতার জেলে যাবার সময় এসেছে।' তিনি আরও বলেন, 'গোটা স্বাস্থ্য বিভাগ

দুর্নীতিতে যুক্ত। প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী ও প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী দুর্নীতির দায়ে জেলে আছেন। এবার স্বাস্থ্য মন্ত্রীরও জেলে যাওয়া উচিত। বাংলার মানুষ এটাই চাইছেন।'

প্রসঙ্গত, আগামী ২৭ আগস্ট নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে ছাত্র সমাজ। রাজ্য সরকার আপত্তি জানিয়ে এদিন ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল। যদিও ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারের করা মামলায় হস্তক্ষেপ করেনি। এপ্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, অরাজনৈতিক কর্মসূচি হলে তাঁরা সেখানে যোগ দেবেন। দলীয় পতাকা নিয়েও লড়বেন এবং দলীয় পতাকা ছাড়াও তাঁরা লড়বেন। ছাত্র সমাজের ডাকা নবান্ন অভিযান আটকানোর চেষ্টা করেছিল সরকার। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ তা শোনে নি। এদিন শুভেন্দুর স্লোগান ছিল, শিক্ষা গেছে জেলে। খাদ্য গেছে জেলে। এবার স্বাস্থ্য যাবে জেলে।

আরজি কর কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে জেরা করা হোক: অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিনি বর্তমানে বিজেপি সাংসদ হলেও আদতে একজন পোড়খাওয়া বিচারপতিও বটে। বহু মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে তাঁর হাতে। এবার আরজি করে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই জেরা করার দাবি জানালেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'প্রাক্তন বিচারপতি হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অভিযুক্ত হিসাবে রায় দিলাম। সিবিআই অবিলম্বে জেরা করুক।' তাঁর আরও দাবি, 'এই সরকারকে এখনই ফেলে দিন। রাষ্ট্রপতির কাছে দাবি জানাচ্ছি। ৩৫৬ ধারা জারি করুন।' অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৩৫৬ ধারা জারির প্রস্তাবকে পরোক্ষে সমর্থন করেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'মানুষ চাইলে হবে।'

ওদিকে আরজি করের আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এবার যোগ দেবেন নির্যাতিতার মা। আরজি করে গিয়ে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের পাশে বসে বিচার চাইবেন নিহত চিকিৎসক-পড়ুয়ার

মা, এমনটাই সূত্রে খবর। নির্যাতিতার মা এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, '১৪ দিন হয়ে গেল। আর ঘরে বসে থাকতে পারছি না। আমার মেয়ের বিচার চাই।' এর পাশাপাশি এদিন নির্যাতিতার বাবাও জানান, 'ঘটনার দিন হাসপাতাল থেকে ৩ বার ফোন এসেছিল। প্রথমবার বলা হয়েছিল, আমার মেয়ে অচৈতন্য। এই ফোন পেয়ে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। যে নম্বর থেকে ফোন এসেছিল সেখানে আবার ফোন করি। তাদেরকে বলি, কী হয়েছে মেয়ের? তারা বলেন, আমরা কী ডাক্তার যে বলতে পারবো? ওকে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে ওই নম্বর থেকে আবার ফোন আসে। বলা হয়, আপনার মেয়ে স্যুইসাইড করেছে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমরা যখন ওখানে পৌঁছাই, তখন ওকে ইমার্জেন্সিতে দেখতে পাইনি। ওই সেমিনার রুমে ও ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে যে, যে ডাক্তাররা সারা রাত ওর সঙ্গে কাজ করছিল, তাদের সকাল পর্যন্ত একবারও মনে হল না যে ও কোথায় আছে? কেন এতক্ষণ দেখা যাচ্ছে না?'

একইসঙ্গে তাঁরা এ প্রশ্নও তোলেন যে, 'থানায় কমপ্লেইন করা নিয়ে ওই দিন আমাদের সঙ্গে পুলিসের কোনও কথা হয়নি। এত বড় ঘটনা ঘটে গেল, অথচ আজ পর্যন্ত হাসপাতালের তরফে কেউ একবারও দেখা করতে এল না আমাদের সঙ্গে। কোথাও কিছু একটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেই আমাদের মনে হয়। পুরো সাজিয়ে গুছিয়ে সেদিন মেয়েকে আমাদের দেখতে দিয়েছে!'

'দিদিমণি কাকে বাঁচাতে চাইছেন', অর্জুন সিংয়ের নিশানায় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'দিদিমণি কাকে বাঁচাতে চাইছেন, সেটা তিন-চার দিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।' শুক্রবার নোয়াপাড়া থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, 'আরজি কর কাণ্ডের নেপথ্যে বড় ধরনের চক্র আছে। মানুষের অঙ্গ পাচার থেকে শুরু করে মরদেহ পাচার, ওষুধ চুরি করে বিক্রি করা সবই ওখানে চলতো। তাঁর অভিযোগ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ মাসে হাসপাতাল থেকে ২০ কোটি টাকা তোলা তুলতেন।' তাঁর বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী স্বেচ্ছায় কোনওদিন পদত্যাগ করবেন না। ওনাকে নবান্ন থেকে টেনে নামানো হবে।' ওপার বাংলার আন্দোলন স্মরণে এনে এদিন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'আন্দোলনের জেরে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। বাংলাতেও বাংলাদেশের কায়দায় আন্দোলন করতে হবে। যাতে মুখ্যমন্ত্রী বাংলা ছেড়ে পালায়।' এদিন তিনি দাবি করেন, 'প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মমতাকে ক্ষমতায় এনেছিলেন। কিন্তু যেদিন বুদ্ধদেব বাবু চলে গেলেন। সেদিন থেকেই মমতার চলে যাবার পথ খুলে গেছে। দিদিমণি কি চিকিৎসক ভাইপোকে বাঁচাতে ময়দানে নেমেছেন।' তা নিয়ে এদিন প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'বাংলায় তৃণমূলকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়া হবে না। তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে।'

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ভবন অভিযানে পুলিশি বাধার প্রতিবাদে এদিন রাজ্য জুড়ে থানা ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। উক্ত কর্মসূচিতে এদিন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং ছাড়াও হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা সম্পাদক কুন্দন সিং, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সত্যেন রায়, বিজেপি নেত্রী সোমা দাস প্রমুখ।

আরজি করের আউটপোস্টের পুলিশ কর্তাদের তলব করল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে এবার সিজিও কমপ্লেক্সে ডাকা হল পুলিশ আধিকারিকদের। আরজি কর হাসপাতালের আউট পোস্টের ওসি, অ্যাডিশনাল ওসি -সহ ওই দিন ওই সময় পোস্টের দায়িত্বে থাকা অন্যান্য পুলিশ কর্মীদেরও ডাকা হয় শুক্রবার।

সিবিআই সূত্রের খবর, কখন ঘটনার খবর এসেছিল, কখনও থানাকে জানানো হয়েছিল, কে জানিয়েছিল, কখন দেহ উদ্ধার হয়, এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন সিবিআই আধিকারিকেরা। ঘটনার দিন অর্থাৎ ৯ অগস্টের যাবতীয় ঘটনাক্রম জানারও চেষ্টা চলছে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে।

খবর পাওয়ার পর কী কী করেছিলেন তদন্তকারীরা, অকুস্থলকে কী সুরক্ষিত করা হয়েছিল, ক্রাইম সিন কী সিল করা হয়েছিল এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে সিবিআই। একইসঙ্গে এ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একমাত্র ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকে তাঁরা চিনতেন কিনা, তাঁর কাজই বা কী ছিল, কেন সঞ্জয়ের হাসপাতালে যাতায়াতের অনুমতি ছিল, কে অনুমতি দিত তাও জানার চেষ্টা চলছে।

প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডে শুরুতে কলকাতা পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার চলে যায় সিবিআইয়ের হাতে।

টেট পরীক্ষায় 'ভুল প্রশ্ন', এক্সপার্ট কমিটি গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৭ ও ২০২২-দুটি টেট নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছিল তাতে এবার তিন সদস্যের এক্সপার্ট কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ। একইসঙ্গে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ এও নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ১৪ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে ওই কমিটিকে। সেই কমিটিতে থাকবেন প্রাথমিক বোর্ডের এক জন সদস্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রতিনিধি।

এদিকে ২০২২ সালে প্রায় ২৪টি প্রশ্ন এবং ২০১৭ সালে প্রায় ১২টি প্রশ্ন ভুল ছিল বলে দাবি করেছেন মামলাকারীরা। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, প্রশ্নগুলি খতিয়ে দেখবে এই বিশেষ কমিটি। প্রশ্নগুলো আদৌ ভুল কি না, তা খতিয়ে দেখা

হবে। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, যদি ওই প্রশ্ন ভুল বলে প্রমাণিত হয়, তার জন্য নম্বর বাড়ালে উত্তীর্ণ হতে পারেন কয়েক লক্ষ পরীক্ষার্থী।

এর আগে এই মামলায় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা নির্দেশ দিয়েছিলেন, ২০২২ সালের টেটে ২৪টি প্রশ্ন ভুলের মামলায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রশ্ন খতিয়ে দেখতে হবে। এছাড়া ২০১৭ সালের মামলায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ কমিটি গড়ে প্রশ্ন খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। দুটি নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই ডিভিশন বেঞ্চে যায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

২০১৭ সালে প্রাথমিকের টেট মামলায় বাংলা, পরিবেশ বিজ্ঞান-সহ তিন বিষয়ে একাধিক প্রশ্ন ভুল থাকার অভিযোগ ওঠে। তার ভিত্তিতেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। মামলাকারীদের দাবি, প্রশ্ন যদি ভুলই থাকে, সে ক্ষেত্রে যাঁরা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই নম্বর দিতে হবে।

আরজি কর কাণ্ডের বিক্ষোভের আঁচ পৌঁছাল সিজিও কমপ্লেক্সেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের বিক্ষোভের আঁচ পৌঁছে গেল একেবারে সিজিও কমপ্লেক্সে। কিন্তু, পুলিশ উপস্থিত থাকার পরেও কিভাবে সিজিও কমপ্লেক্সের ভিতরে বিক্ষোভ দেখালেন আইনজীবীরা? পুলিশের ভূমিকায় উষ্মা সিবিআই আধিকারিকদের। প্রসঙ্গত, শুক্রবার দুপুর দেড়টা নাগাদ প্রবল বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ করেই বিধাননগর মহকুমা আদালত থেকে প্রায় দু'শো আইনজীবী মিছিল করে সিজিও কমপ্লেক্স চত্বরে ঢুকে পড়েন। শুরু হয় বিক্ষোভ।

এদিকে সূত্রে খবর, আইনজীবীদের মিছিলটি প্রথমে সিজিও কমপ্লেক্সের পিছনের দিকের গেট দিয়ে ঢুকে যায় বলে শোনা যায়। স্লোগান এবং বিক্ষোভের আওয়াজ শুনে ছুটে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু, মিছিলের পুরোভাগে মহিলারা থাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁদের সঙ্গে আবার তখন মহিলা কর্মী ছিলেন না। যতক্ষণে বিক্ষোভের প্রায় ১০ মিনিট অতিক্রান্ত, তারপরেই ঘটনাস্থলে আসেন বিধাননগর পুলিশের বিধাননগর উত্তর থানার আধিকারিকরা। আসেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদ মর্যাদার এক আধিকারিক। তাঁরাই আইনজীবীদের বুঝিয়ে বাইরে নিয়ে যান। এরপর সিজিও থেকে বেরিয়ে ফের তাঁরা মিছিল করে আদালতের দিকে চলে যান। আইনজীবীদের দাবি, সিবিআই দ্রুত তদন্ত করুক। সিবিআই তদন্তভার হাতে নেওয়ার পর এখনও পর্যন্ত তদন্ত কতদূর এগিয়েছে তা জানানোর দাবি করেন আইনজীবীরা।

এদিকে এদিন সকাল থেকে সিজিও কমপ্লেক্সের ভিতরে এবং বাইরে বিধাননগর পুলিশ মোতায়েন ছিল। যখন মিছিল সিজিও কমপ্লেক্স চত্বরে ঢুকছে তখন বিধাননগর পুলিশ দাঁড়িয়ে সিজিও-র সামনের দিকের গেটে। কিন্তু, এই মিছিল আইনজীবীদের ঘোষিত কর্মসূচি। তারপরেও কিভাবে মিছিল পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে গেল, উঠছে প্রশ্ন। পুলিশ কর্মীদের একাংশের দাবি, মিছিলটি সিজিও কমপ্লেক্সের সামনে গেটে আসার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ পিছনের গেটে চলে যাওয়ায় তাঁরা বুঝতে পারেননি। কিন্তু, আইনজীবীদের মিছিল তো বিধাননগর উত্তর থানার সামনে দিয়ে আসে। তাহলে তাঁরা দেখতে পেলেন না কেন সেই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সব দেখার পরেও পুলিশ সতর্কতা অবলম্বন না করে পেছনের গেট অরক্ষিত রাখল কী করে উঠছে সে প্রশ্নও। সূত্রের খবর, এদিনের মিছিলের উদ্যোক্তা শাসকদল অনুগামী আইনজীবীরা। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিধাননগর আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সোমা মণ্ডল। তিনি আবার তৃণমূল পন্থী আইনজীবী হিসাবেই পরিচিত। সেই কারণেই কী পুলিশ কার্যত দাঁড়িয়ে দেখল? পিছনের গেট অরক্ষিত রেখে বিক্ষোভের সুযোগ

This is an advertisement for information purposes only and not for publication or distribution or release outside India and is not an offer Document.

SHRYDUS

SHRYDUS INDUSTRIES LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Hazari Trade and Holdings Limited' in Kolkata on January 10, 1983 as a public limited company under theCompanies Act, 1956, and was granted the certificate of incorporation by the Registrar of Companies, West Bengal. Subsequently, the name of our Company waschanged to 'VCK Capital Market Services Limited' and a fresh Certificate of Incorporation was granted by the Registrar of Companies, West Bengal on April 11,1991. The name of the Company was changed again to 'Shrydus Industries Limited' and our Company received a fresh certificate of incorporation which was granted by the Registrar of Companies, West Bengal on May 17, 2023. For further details of change in name and registered office of our Company, please refer to "General Information" beginning on page 38 of this Letter of Offer.

Corporate Identity Number : L67190WB1983PLC035658
Registered Office : M/s. Mangalam Housing Development Finance Limited, 24 & 26 Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001
R.N. Mukherjee Road, Kolkata, Kolkata, West Bengal, India, 700001
Corporate Office : 107 Sagar Avenue Above Bata, SV Road Andheri West, Andheri Railway Station, Mumbai, Mumbai, Maharashtra, India, 400058
Contact Person : Mr. Devang Doshi, Company Secretary and Compliance Officer
Telephone : +91 9892710929 | **E-mail id :** Info@shrydus.com | **Website :** www.shrydus.com

PROMOTERS OF OUR COMPANY

MR. SHREY PREMAL PAREKH AND MR. VIJAY THAKORDAS CHAMPANERI

ISSUE OF 2,00,08,810 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH OF OUR COMPANY (THE "EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 18 /- PER EQUITY SHARE AGREEGATING TO ₹ 3601.58/- LAKHS# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 5 (FIVE) EQUITY SHARE FOR EVERY 3 (THREE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS JULY 19TH, 2024 (THE "ISSUE").

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all Investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Monday, August 05th, 2024 and was closed for subscription on Monday, August 19th, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Wednesday, August 14, 2024. Out of the total 965 Applications for 2,43,88,410 Rights Equity Shares, 560 Applications for 4,54,716 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 405 for 2,39,33,694 Rights Equity Shares. In accordance with the Letter of Offer and the Basis of Allotment finalized on August 21, 2024 in consultation with BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange, and the Registrar to the Issue, the Board of directors of the Company has on August 21, 2024, approved the allotment of 2,00,08,810 Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, Nil Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after technical rejections have been considered for Allotment.

1. The total number of valid applications eligible to be considered for allotment were as detail below :

Applicants	Number of valid applications received	Number of Rights Equity Shares against Rights Entitlement (A)	Number of Rights Equity Shares against Additional Equity Shares Applied (B)	Total Rights Equity Shares (A+B)
Eligible Equity Shareholders	264	60,33,443	6,91,699	67,25,142
Renounces	141	21,158	1,71,87,394	1,72,08,552
Total	**405**	**60,54,601**	**1,78,79,093.00**	**2,39,33,694.00**

2. Information regarding total Applications received :

Category	Gross			Less : Rejections / Partial Amount			Valid		
	Appl	Equity Shares	Amount (Rs.)	Appl	Equity Shares	Amount (Rs.)	Appl	Equity Shares	Amount (Rs.)
Eligible Equity Shareholders	270	67,28,335	12,11,10,030.00	6	3,193	57,474.00	264	67,25,142	12,10,52,556.00
Renounces	142	1,72,13,552	30,98,43,936.00	1	5,000	90,000.00	141	1,72,08,552	30,97,53,936.00
Rejected Bid	553	4,46,523	80,37,414.00	553	4,46,523	80,37,414.00	0	0	0.00
Total	965	2,43,88,410	43,89,91,380.00	560	4,54,716	81,84,888.00	405	2,39,33,694	43,08,06,492.00

3. Summary of Allotment as under :

Category	Number of Rights Equity Shares Allotted - against Entitlement	Number of Rights Equity Shares Allotted - Against valid additional Rights Equity Shares	Total Rights Equity Shares Allotted
Eligible Shareholders	60,33,443	6,91,699	67,25,142
Renounces	21,158	1,32,62,510	1,32,83,668
Total Allotment	**60,54,601**	**1,39,54,209**	**2,00,08,810**

Information for Allotment / refund / rejected cases : The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the investors, as applicable, has been completed on August 21, 2024. The instructions for unblocking of funds in case of ASBA Applications were issued to SCSBs on August 21, 2024. The listing application was executed with BSE on August 22, 2024 respectively. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form will be completed by August 28, 2024. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/ Unblocking of ASBA Accounts" on page 131 of the Letter of Offer. The trading is expected to commence on or before August29, 2024. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements will be given to NSDL & CDSL on August 26, 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN THE DEMATERIALISATION FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI :
The Letter of Offer was not required to be filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations, 2018 as the size of issue was less than ₹ 5,000.00 lakhs.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE) : It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of BSE as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of the BSE" on page 168 of the Letter of Offer.

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer dated July 08, 2024.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

REGISTRAR TO THE ISSUE

Skyline Financial Services Pvt. Ltd.

Skyline Financial Services Private Limited
D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020
Telephone : 011-40450193-97 | **Email :** admin@skylinerta.com, **Website :** www.skylinerta.com
Investor grievance e-mail : investors@skylinerta.com
Contact Person : Mr. Anuj Rana
SEBI Registration No. : INR000003241
Validity of Registration : Permanent

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs (in case of ASBA process), giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), E-mail address of the sole/first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked in ASBA proces), ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip and copy of the e-acknowledgement. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" on page 131 of the Letter of Offer.

For **SHRYDUS INDUSTRIES LIMITED**
Sd/-
Shrey Premal Parekh
Managing Director
DIN : 08513653

Date : August 23, 2024
Place : Kolkata

সম্পাদকীয়

মেয়েদের কর্মস্থলে শিশুকে রাখার জন্য ক্রেশ অতি জরুরি

প্রত্যেক মহিলার কাজ করার অধিকার আছে এবং সেই সঙ্গে মা হওয়ার অধিকারও আছে। সন্তানকে নিশ্চয়ই মা লালন-পালন করবেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি নিজের সব কাজ, সব স্বপ্ন ছেড়ে শুধু মায়ের ভূমিকাই পালন করে যাবেন। যে অধ্যাপক কলেজে দুর্দান্ত গণিত পড়ান, তিনি শুধুমাত্র মা হয়েছেন বলে তাঁর কাজটা ছেড়ে দেবেন, এতে শুধু তাঁর ক্ষতি নয়, যে ছাত্রছাত্রীদের তিনি শিক্ষা দিতেন, তাদেরও সবিশেষ ক্ষতি। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। আসলে যদি কর্মক্ষেত্রে ক্রেশ রাখা যায়, তা হলে মেয়েটি মন দিয়ে নিজের কাজ করতে পারবেন, কারণ তিনি জানেন তাঁর শিশুটি সুরক্ষিত আছে। তখন মনে কোনও বিবেকের দংশন হবে না। আসলে আমাদের দেশে আগে বেশির ভাগ পরিবার ছিল যৌথ পরিবার। বাড়ির প্রবীণ সদস্যদের কাছেই নাতি-নাতনিরা বেশি সময় থাকত, তাতে প্রবীণ মানুষটিও নিজেকে বেকার ভাবতেন না, তিনিও সংসারে নিজেকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। আবার শিশুটির মা-ও নিশ্চিন্তে থাকতেন। কিন্তু বর্তমানে বেশির ভাগই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, তাই বাবা-মা কাজে বেরোলে শিশুটি কার কাছে থাকবে, তা নিয়ে সত্যিই সমস্যা দেখা দেয়। কী অভিজাত শিক্ষিত পরিবার, কী দিনমজুরের পরিবার; সব ক্ষেত্রে একই সমস্যা। ক্রেশ থাকলে আরও বেশ কিছু মহিলার কর্মসংস্থান হবে। যেখানে ক্রেশ অত্যাবশ্যক জনপরিষেবা বলে গণ্য হয়েছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গ এই বিষয়ে অনেকটাই পিছিয়ে আছে। সরকারকে এই বিষয়ে আগামী দিনে আরও সচেতন হতে হবে। এটা অনস্বীকার্য যে, মেয়েরা কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে বেশি দায়িত্বশীল, ফাঁকি দেন না, সিগারেট বা পান খেতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করেন না। তাই মেয়েদের কাছ থেকে আরও বেশি কাজ আশা করা যাবে, যদি তাঁর পিছুটান কম হয়, অর্থাৎ তাঁর শিশুটি সব সময়ে সুরক্ষিত থাকে। এই দায়িত্ব নিয়োগকর্তাকে নিতে হবে।

প্রতিবাদ এবং সঠিক শিক্ষাই নারী মর্যাদা স্থাপনের একমাত্র উপায়

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি আরজিকরের ঘটনাটা যেন আঙুল তুলে দেখে দিচ্ছে নারী নিরাপত্তা একেবারেই পশ্চিমবঙ্গে নেই। যে মহাভারত যে রামায়ণ মহিলার সম্মানকে কেন্দ্র করেই লেখা হয়েছিল সেই মহিলার সম্মান বর্তমানে যেন চিরতরে মাটিতে মিশে গেছে। ৮ই আগস্ট তিলোত্তমার সাথে ঘটে যাওয়া নক্কার জনক ঘটনাটি যেন বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সমাজ ব্যবস্থা ভুল। যেন দেখিয়ে দিচ্ছে মেয়েরা আজও স্বাধীন নয় এইবারের স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নের মধ্যরাতে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল মেয়েদের নিরাপত্তা এবং খুনি ধর্ষকদের শাস্তির দাবিতে। কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে এক ডাক্তারি পড়ুয়ার ওপর

ধর্ষণ এবং হত্যার প্রতিবাদে সকল মহিলারা রাত দখলের লড়াইতে নেমেছিল ১৪ই আগস্ট রাত্রিবেলায়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জেলায় দৃষ্টান্তমূলক দৃশ্য দেখা গিয়েছে কোথায় মিছিল মোমবাতি হাটে হেঁটেছেন বৃদ্ধা। কোথাও হেটেছেন উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগানে বিভিন্ন কিশোরী তার মা বাবার হাত ধরে। বয়সের পার্থক্য থাকলেও তাদের প্রতিবাদের দাবি এক। তারা বিচার চায়। তারা চায় আর জি কর এর তিলোত্তমা ধর্ষণ ও হত্যার অপরাধের যথাযথ শাস্তি। সকলেই অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড অর্থাৎ ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট চাইছে। গত রবিবার বাতিল হয়েছে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের ডার্বি ম্যাচ। দুই দলের সমর্থকরা এক হয়ে রাস্তায় নেমেছিল। তাদের দাবি এক তারা বিচার চায়। ধর্ষিতা ডাক্তারি পড়ুয়ার বাবা দাবি করেছেন মেয়েকে হারিয়ে হাজার হাজার মেয়ে পেয়েছেন তিনি। কারণ আজ একটি কণ্ঠরুদ্ধ করতে গিয়ে উঠে এসেছে হাজার হাজার কণ্ঠ। তার দাবি কোনোভাবেই এই প্রতিবাদ যেন ফিকে না হয়ে পড়ে। দিকে দিকে এই ঘটনার প্রতিবাদে ছড়িয়ে পড়েছে মোমবাতি মিছিল। গত রবিবার শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে আর জি কর মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত ছিল ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের সমর্থকদের দ্বারা আয়োজিত এই নক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মোহামেডান ফুটবল দলও। কলকাতার তিন দুর্দন্ড প্রতাপ ফুটবল দল একত্রে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে।তাদের প্রতিবাদ মুখর দাবি একটাই এ সমাজ কবে মহিলাদের সম্মান জানাবে, কবে মহিলারা নিরাপদ হয়ে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারবে। আমরা স্বাধীন তো হয়েছি কিন্তু মেয়েরা কি সত্যি স্বাধীন হয়েছে? কারণ তাদের নিরাপত্তা নিয়ে তো আজো অনেক প্রশ্ন উঠছে। যে সমাজ দেবী দুর্গার আরাধনা করে সেই সমাজকে প্রতিটা নারীকে সম্মান করতে জানতে হবে। তবেই হবে দেবী দুর্গার আরাধনা। কারণ প্রতিটা নারীর মধ্যেই দেবী দুর্গা বাস করে। এই ঘটনার প্রতিবাদের সঙ্গে কিন্তু এখনো ঘটে চলেছে আমাদের দেশ তথা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নারী ধর্ষণ নারী নারীহত্যার মতো ঘৃণ্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড। বর্তমানে মেয়েদের শুধুমাত্র নাচ গান আবৃত্তি প্রভৃতির প্রশিক্ষণ দিলেই চলবে না এদের সাথে তাদের আত্মরক্ষা করারও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যেগুলির সাথে থাকবে জুডো ক্যারাটে, কুস্তি ও আরো আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ। মহিলাদেরও বুঝিয়ে দিতে হবে যে রাত্রিবেলাটা শুধু কয়েকটি পুরুষরূপী জানোয়ারদের বিচরণ করার সময় নয় তাদেরও বিচরণ করার সমান অধিকার আছে সেই সময়। বহু মহিলা রাত্রিবেলা নাইট ডিউটি করেন। তাদের সুরক্ষা দেশের জাতীয় সুরক্ষার অঙ্গ হিসেবে যেন বিবেচিত হয় সেদিকে দেশ তথা রাজ্য সরকার তথা সকলের নজর দেওয়া উচিত। দলিতা নির্যাতিতার নারীদেরও কণ্ঠ তুলে দাঁড়াবার সময় হয়ে এসেছে। তারা যে কারোর সম্পত্তি নয় বা কারোর হাতের পুতুল নয় সেটা তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রতিটা যুবক-যুবতী এবং কিশোর কিশোরীদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সেক্স এডুকেশন যুক্ত করা বাঞ্ছনীয় যাতে প্রতিটা ছেলে মেয়ে শিখতে পারে কোনটা বাজে স্পর্শ (bad touch) কোনটা ভালো স্পর্শ (good touch)। শুধু মেয়েদের নয় সমাজের প্রতিটা ছেলেদের কিশোর বয়স থেকে শুরু করে যুবক বয়সের সব সময় শেখাতে হবে মহিলাদের কিভাবে সম্মান করতে হয় যাতে এক স্বামী দায়িত্ব নিতে পারে তার স্ত্রীকে রক্ষা করার, এক ভাই দায়িত্ব নিতে পারে তার দিদিকে রক্ষা করার, এক সন্তান দায়িত্ব নিতে পারে তার মাতৃরক্ষার। ধর্ষক একদিনে তৈরি হয় না। পরিস্থিতি কালচার এবং শিক্ষা তাকে ধীরে ধীরে বানিয়ে তুলে ধর্ষক। প্রথমেই এই সমস্ত মানসিকতার ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদেরকে প্রপার কাউন্সিলিং করতে হবে এবং তাদের মন থেকে নোংরা চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হবে যে চিন্তাভাবনার বশবর্তী হয়ে তারা ধর্ষণ নারীহত্যা প্রভৃতি ঘৃণ্য অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হয়। প্রতিটা বাবা মায়ের কর্তব্য হওয়া উচিত তাদের ছেলেদের দিকে নজর রাখা যাতে তারা সমাজের কুৎসিত ভিডিও পর্ন ভিডিও না দেখে। যেগুলি তাদের মনে সঞ্চার ঘটাবে নোংরা কলুষিত মানসিকতার। প্রতিবাদ এবং শিক্ষাই দেশ তথা রাজ্যে নারী সম্মান প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র উপায়।

লেখক: অ্যাকাডেমিক রিসার্চার

এই আবহাওয়ার জন্যে আমরা তৈরি ছিলাম না

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

ঘটনা ১ স্কুল যেতে পারেনি পাপাই। মায়ের আদরে জড়িয়ে চাদরে কেউ ডাকেনি বলে। না এমন তো সহসা হয় না! কি যে হলো! সরি, আজ হলো। মানে ডিসিপ্লিন গোল্লায় গেলো।

ঘটনা ২ — ঘরে সুমন বাবু একাই ছিলেন। আর্লি মর্নিং অফিস। আজ ছিল ডিরেক্টর'স মিটিং। হি ইজ দ্যা বস অফ দেয়র। না, কালকে লেট নাইটেও ফেরেননি। অ্যালার্ম দেওয়া ছিল। তবে কি মোবাইলটা ডিস্টার্ব! না, অ্যালার্ম ঠিকঠাক বেজেছে। বরং উনিই ঠিকমত উঠেননি।

ঘটনা ৩ — ধস নেমেছে শহরে। জায়গার নাম কেদারনাথ। খবরে দেখিয়েছে। প্রতিবারই এরকম হয়। মৃত্যু মিছিল। এবার যেনো বেশি। অন্য অনেক জায়গায়ও হয়েছে। এটাও খবরে দেখিয়েছে। না, বানানো খবর নয়। এ সময়ে নাকি এমনটাই হয়।

ঘটনা ৪ অনেকগুলি ঘটনা আছে। ক, বাবার মাথায় জল ঢালা ঠিকমত হলো না।ভোলেবাবার জন্ম মাস গেলো সবে। খ, হাসিম চাচার মন ভালো নেই। জমি জল পায়নি, তাই ফসলও তেমন হয়নি। গ, ডিভিসি এর কারসাজি কিনা জানি না তবে কোথাও প্রবল জল,কোথাও শুকনো স্তল। ঘ, বিবিধ।

না, উদাহরণের মাত্রা আর বেশি বাড়াচ্ছি না। তবে উপরের সব ঘটনার জন্য দায়ী হলো আবহাওয়া। ওয়েদার বলতেই মানুষ এখন বেশি পছন্দ করেন। বলুন তো সত্যিই কি আমরা এই আবহাওয়ার জন্যে তৈরি ছিলাম? উত্তর মনে হয়-- না। আমরা একমাস ধরে কি ভয়ানক আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি ! কখনো খুব গরম, কখনো খুব ঠাণ্ডা। এই রৌদ্র উঠছে তো এই বৃষ্টি পড়ছে। আর আট থেকে আশি বেশিটাই ভুগছে রোগে। ভুল হলো আটের আগেও মানে জন্ম থেকেই ভুগছে বহু জনে।সর্দি কাশি জ্বর ঘরে ঘরে। কি ভিড় হসপিটাল আর প্রাইভেট ডাক্তারে। একবার ডাক্তারের কাছে গেলেই হলো। সব পরীক্ষা করতে বলবে। ওদিকে আপনি হয়তো রাতে গরমের চোটে একটা হালকা পোশাক পরে জোরে ফ্যান চালিয়ে ঘুমালেন। কিম্বা এসি দিলেন চালিয়ে।মধ্য রাতে দেখা গেলো আপনার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আবেশ। প্রভাব পড়লো সকালে। কিছুতেই আপনার ঘুম যেন আর ভাঙছে না। আপনি জেনে বুঝে বেডে পরে আছেন। হ্যাঁ,বন্ধ চোখে আর অনিচ্ছা ভাবে। অথচ আপনি কি ভীষণ চেষ্টা করছেন ওঠার। কিন্তু আপনাকে অনিচ্ছা চেপে ধরছে। না, তাও কিছুতেই আপনার আর আলস্য ভাঙছে না। সকালের ঠাণ্ডা ভাব আসলে ভোরের থেকে শুরু। যেন ভোর ঠান্ডা আবেশ ছাড়তে চাইছে না। তখনও হয়তো আপনি বুঝে কিম্বা না বুঝে শুয়ে থাকলেন বেডে। কারণ এ সময়ে আপনার শুয়ে থাকতেই বেশ আরামদায়ক মনে হচ্ছে। তবুও মাথায় চিন্তা। না, এবার তো উঠতেই হবে। এ কি! আপনি বাইরে তাকিয়ে দেখলেন প্রকান্ড বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তায় জল থই থই। এখন ব্যস্ত সকাল ও সকলে। না,অনেক লেট হয়ে গেলো। এমনটা হওয়ার কথা নয়! মানে, কর্মের ছিড়ে গেলো তার--- সৌজন্যে সেই ওয়েদার।

না, স্কুলে পড়া সেই ঋতু,কাল আর বাস্তবে মেলে না। এখন ছ'টা ঋতু কখন কি রকম তাই আমরা বুঝে উঠতে পারি না। আমরা তো সাধারণ মানুষ যারা বিশেষজ্ঞ তারাও হিমসিম খাচ্ছে। হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন। বলছি আবহাওয়াবিদ বা আবহাওয়া অফিস সম্পর্কে। দেখা গেলে যেখানে বৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে সেখানে হয়তো চরম উষ্ণ। আবার যখন চরম উষ্ণতার কথা বলা হচ্ছে দেখা গেল হয়তো তখন ভরা বর্ষা ও বন্যা। ফলে কিছু আগেভাগে বলা বা করা যাচ্ছে না। তবে যখন ভয়াবহ কিছু হচ্ছে তখন টের পাচ্ছে বিশেষজ্ঞেরা। যেমন করে আমফান, আইলা, রুমেলা সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর মত বহু ঘটনা বহু আগে থেকেই সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। আর তখন অনেক তৎপর দেখিয়েছে আমাদের রাজ্যের সরকার। দেখা গেছে দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী, ডিজাস্টার্ড ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ থেকে শুরু করে এন ডি এফ সহ অনন্যা অনেক সহযোগী টিম বা এনজিও কাজ করেছিল মারাত্মক। বলা ভালো খুব তৎপরতার সাথেই কাজ করেছিল ওই সব সংস্থা।

ছোটবেলার বইয়ের পাতায় পড়া আবহাওয়ার পড়াশুনো আজ আর যেন একদমই মেলে না। বর্ষাকালে বৃষ্টি, শীতকালে ঠাণ্ডা, গরমকালে উষ্ণ কোনো কিছুই যেন আর ঠিকঠাক নয়। এর কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন উষ্ণায়ান। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এতটাই বেড়ে গেছে যে একটা নিয়ম বেঁধে কিছু হচ্ছে না। তাই আগেভাগে কিছু করাও যাচ্ছে না। একটা আভাস পাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা বাট সেটা সব সময় কার্যকরী হচ্ছে না। কি করা যাবে- প্রাকৃতিক অবস্থার উপর কিছু করার নেই। তবে একটা নিয়ন্ত্রণ, অনেকটা সচেতনতা, অনেকটা আগাম ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু তার বেশি নয়। তবে একথা বলা যেতে পারে যে আমরা অনেকটা অনুমান করতে পারি কোথায় কেমন ওয়েদার। কোথায় বিপর্যয় হতে পারে বা কোন বিশেষ সময়ে। যেমন যেখানে তীর্থক্ষেত্র সমতল থেকে অনেকটা উপরে সেই সমস্ত জায়গা সে কেদারনাথ হোক বা দার্জিলিং বিপর্যয়ের সম্ভবনা রয়েছেই। সুতরাং কিছু সময় সমুদ্র, পাহাড় বেড়ানো একটু উপেক্ষা করা তো যেতেই পারে। অন্য অনেক সময় আছে যখন খুব সহজে বেড়ানো যায়। কিন্তু আমরা সব জেনেও অনেক সময় তা করতে পারি না। আপনি বলবেন প্রায় জায়গা আছে যেখানে পর্যটন বা তীর্থক্ষেত্র এর উপরে ব্যবসা হয়। রুজিরুটির একটা বড় অংশই ওই সমস্ত জায়গায় হয়ে থাকে ঠিক ওই বিশেষ সময়ে। মানছি সে কথা। কিন্তু তারও আগে জীবন। আর একটা সিজনে ভিড় বেশি হলে ব্যবসা সারা বছরই সামলানো কখনো কঠিন নয়।

সুতরাং যখন আবহাওয়া কিছু বোঝা যাচ্ছে না তখন আমাদের একমাত্র রাস্তা হলো সতর্কতা। এখন আপনি কিভাবে সতর্ক হবেন তা আপনার ব্যাপার। কারণ অনেকের ঠান্ডা খুব ভালোলাগে তো অনেকের গরম। আবার কারো বসন্ত বা কারো বর্ষা কিম্বা অন্য কোনো কাল। তবে এখন আর সময়ে কিছু হয় না। ফলে ওয়েদারও একদম বোঝা যায় না। তাই সাবধান বা সতর্কতা তো খুব বেশি করেই নিতে হবে। এক্ষেত্রে ছোটদের বেশি করে আগলে রাখতে হবে। কারণ বিগত প্রায় একমাসেরও বেশি দেখা গেছে নানা শারীরিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে গেছে ছোটরা। মানে সমস্যা তে তো তারাই বেশি ভুক্তভুগী। অনেকেরই মানে স্বাধীন ব্যবসা আছে যাদের তারা অনেক সময় ওয়েদারের কারণ দেখিয়ে কাজ ফাঁকি দেন। আবার ছোটদের স্কুল বা বড়োদের কলেজ এই ওয়েদরের জন্যেই কামাই হয় বেশি। আবার অনেকেই আছেন যারা কাজে যেতে বাধ্য হন তা সে যতই কষ্ট হোক না কেনো। হ্যাঁ, এটাই সঠিক। দেখতে হবে কোনো কাজ যেন ব্যাড ওয়েদার এর জন্য থেমে না থাকে। কারণ এর সঙ্গেই অনেক কিছু বিষয় নির্ভর করে। যা আমাদের জীবনের সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আমরা তো আর কর্মজীবন অচল করতে পারি না। কি আপনারা একমত হবেন তো? তবে চলুন কর্মই ধর্ম জ্ঞান করে সমস্ত বয়েসে এগিয়ে চলি —নির্দ্বিধায়। আর অবশ্যই শরীরকে সামলে।

লেখক : বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

শব্দবাণ-২৪

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. জামাতা ২.অনুগ্রহ, আনুকূল্য ৫. আনাড়ি ৮. রঙে ছোপানো ৯.শিষ্টতা, ভদ্রতা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. যে জাহাজে কাজ করে ৩.সমবেদনা ৪.শ্রীকান্ত উপন্যাসে এই নামে এক 'দা' আছে ৬.প্রাকৃতিক ৭. গঙ্গা আবার তিস্তাও বটে।

সমাধান: শব্দবাণ-২৩

পাশাপাশি: ১. আলোকপাত ৪.চিন্তা ৫.রাজীব ৭.তার্কিক ৯.জিরো ১১. হাসপাতাল।

উপর-নীচ: ১.উপতারা ২. পাট্টা ৩.নচিকেতা ৬. বরারোহা ৮. করতাল ১০. ক্ষপা।

জন্মদিন

আজকের দিন

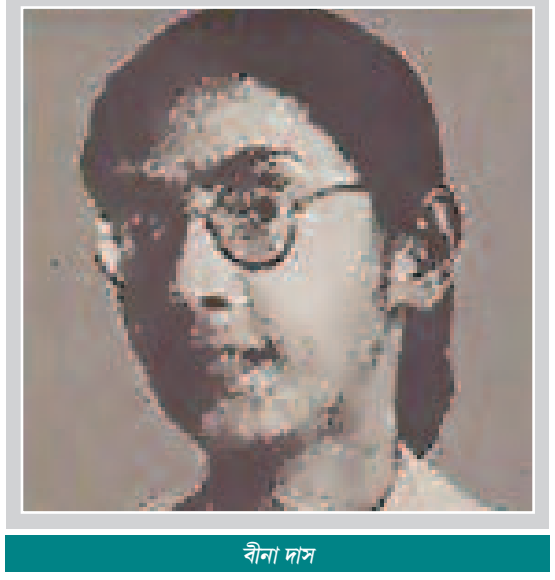

বীনা দাস

১৯১১ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বীনা দাসের জন্মদিন।*
১৯১৮ *বিশিষ্ট .রাজনীতিবিদ সিকান্দার বখতের জন্মদিন।*
১৯৪৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা দুলাল লাহিড়ীর জন্মদিন।*

আনন্দকথা

তখন দেখি, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি প্রভু, আমি দাস। আর রাম! যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি।

''সেব্য-সেবক ভাবই ভাল। 'আমি' তো যাবার নয়। তবে থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে।''

(বিদ্যাসাগরকে শিক্ষা — ''আমি আমার'' অজ্ঞান)

''আমি ও আমার এই দুটি অজ্ঞান। 'আমার বাড়ি', 'আমার টাকা', 'আমার বিদ্যা', 'আমার এই সব ঐশ্বর্য' — এই যে-ভাব এটি অজ্ঞান থেকে হয়। 'হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর এ-সব তোমার জিনিস — বাড়ি, পরিবার, ছেলেপুলে, লোকজন, বন্ধু-বান্ধব — এ-সব তোমার জিনিস' — এ -ভাব জ্ঞান থেকে হয়।

''মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি — কলকাতায় কর্ম করতে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার, বাগান যদি কউ দেখতে আসে, তা বলে 'এ-বাগানটি আমাদের', 'এ-পুকুর আমাদের পুকুর'।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

বিজেপি বিধায়কের ‘কুরুচিকর’ মন্তব্যের প্রতিবাদে অশালীন ভাষা শাসক নেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিজেপি বিধায়কের কুরুচিকর বক্তব্যের প্রতিবাদ সভায় অশালীন ভাষার ফুলঝুরি তৃণমূলের নিচু থেকে উচুতলার নেতার মুখে। একের পর এক নেতা অশালীন ভাষায় আক্রমণ শানালেন বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখাকে উদ্দেশ্য করে। কেউ অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করলেন, কেউ বিধায়কের হাত পা ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি, কেউ বললেন বিধায়ককে কান ধরে ওঠবোস করাব এইভাবেই নানান ভাষায় বিজেপি বিধায়ককে আক্রমণ করলেন তৃণমূলের অঞ্চল থেকে ব্লক, ব্লক থেকে জেলার নেতারা। আবেগের মুখে বলেছে সাফাই জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের। দম থাকলে করে দেখাক পালটা হুঁশিয়ারি বিজেপি বিধায়কের।

আরজি করের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবার বাঁকুড়ার ওন্দায় শাসক-বিরোধী বাকযুদ্ধ। একে অপরকে কুরুচিকর, অশালীন ভাষায় আক্রমণ। মঙ্গলবার ওন্দার চৌমাথায় বিজেপির কর্মসূচির মঞ্চে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করে বিতর্কে জড়ায় ওন্দার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা। প্রতিবাদে নামেন তৃণমূল বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন থানায় বিধায়ক অমরনাথ শাখার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তৃণমূল।

শুক্রবার ওন্দায় চৌমাথায় প্রতিবাদ সভার ডাক দেয় তৃণমূল। ওন্দা ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের পাশাপাশি এই প্রতিবাদ সভায় হাজির ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ও বিভিন্ন ব্লক তৃণমূল সভাপতি। বিজেপি বিধায়কের কুরুচিকর বক্তব্যের প্রতিবাদ সভায় একের পর এক নেতার মুখে অশালীন ও হুঁশিয়ারি ভাষার ফুলঝুরি ফুটল। কোনও তৃণমূল নেতা দিলেন বিজেপি বিধায়কের হাত পা ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি, কেউ বললেন কান ধরে ওঠবস করানোর কথা, কেউ বলে উঠলেন বিজেপি বিধায়ক এলাকায় ঢুকলে মারবেন। প্রকাশ্য সভা থেকে এইভাবেই বিজেপি বিধায়ককে একের পর এক তৃণমূল নেতা আক্রমণ শানালেন। আবেগের বশে বলেছেন, সাফাই তৃণমূল নেতৃত্বের।

শীতলনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

এসবিআই দেবগ্রাম এ.সি.বি. (০৩২৪২)

গ্রাম + পোস্ট- দেবগ্রাম, থানা- কালিগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৩৭, ই-মেইল: sbi.03242@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **২৮.০২.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **ঋণগ্রহীতা/জামিনদার- মেসার্স বর্মন এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- শ্রী গৌতম বর্মন**, পিতা-প্রয়াত অনিল বর্মন -কে নোটিশে উল্লিখিত **২২,৮৮,২৬৩.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার দুইশো তেষট্টি টাকা মাত্র) ২৮/০২/২০২৪ অনুযায়ী** পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **২২ অগাস্ট, ২০২৪** তারিখে, উক্ত এক্টের রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **২২,৮৮,২৬৩.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার দুইশো তেষট্টি টাকা মাত্র)** তদুপরি সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

গৌতম বর্মন, পিতা-প্রয়াত অনিল বর্মণ এর অনুকূলে ৩৫ ডেসিমেলের মধ্যে ১১.৬৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার খতিয়ান নং- ৬৫৬৮ (কৃ), দাগ (প্লট) নং ২১৫৮ ও ২১৫৯, মৌজা- ০৮, বোরিয়া, ২০১৩ সালের দলিল নং- আই-৭১২। **জমিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর** - অনিল বর্মনের সম্পত্তি; **দক্ষিণ**- মেটাল রোড, **পূর্ব**- শ্যামল বর্মনের সম্পত্তি, **পশ্চিম**- পতিত বর্মনের সম্পত্তি দ্বারা।
দ্রষ্টব্য: এটি দেখা যাচ্ছে যে বর্মন এন্টারপ্রাইজের নামে ঋণগ্রহীতার দুটি অ্যাকাউন্ট ছিল যেমন- ১) সিসি এ/সি নং ৩৬০২৮৬৩৯৬৬৪, ২) জিইসিএল এ/সি নং ৩৯৫২০৪৫৮৩৬৯। উভয়ের জন্য ১৩(২) অধীন ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট নোটিশ জারি করা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে ঋণগ্রহীতা সিসি অ্যাকাউন্টটি চালু রেখে ০৫.০৬.২০২৪ তারিখে জিইসিএল এ/সি বন্ধ করে দেয়। তাই ১৩(৪) এর অধীনে পজেশন নোটিশ শুধুমাত্র সিসি অ্যাকাউন্টে জারি করা হবে। যেহেতু জিইসিএল অ্যাকাউন্ট বন্ধ।

তারিখ: ২২.০৮.২০২৪
স্থান: দেবগ্রাম, নদীয়া

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জোনাল অফিস, কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

পরিশিষ্ট IV{রুল ৮(১)}
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২০.০৫.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা ১. মেসার্স মলয়পুর কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি. ২. শ্রী ভানু প্রসাদ পান (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা) ৩. শ্রী সৈকত বালি (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা) ৪. শ্রী সৌম্যদীপ বালি (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা) ৫. শ্রী তাপস কুমার চন্দ্র (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা), বি কে পাল এভিনিউ ব্রাঞ্চ কলকাতা কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪,৭০,১৫,০৫৪ টাকা (চার কোটি সত্তর লাখ পনের হাজার চুয়ান্ন টাকা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২১ আগস্ট ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া **৪,৮৬,৭২,৫৯৫ টাকা (চার কোটি ছিয়াশি লাখ বাহাত্তর হাজার পাঁচশ পঁচানব্বই টাকা) টাকা** ২১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
“ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।”

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত কোল্ড স্টোরেজ ভবন শেড এবং নির্মাণ সহ পরিমাণ ২.৩২ [illegible]

তারিখ : ২১.০৮.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

৫৭, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬
ইমেল : parkstreet@indianbank.co.in

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পার্কস্ট্রিট ব্রাঞ্চ, কলকাতা** [illegible]
অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২২ আগস্ট ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পার্ক স্ট্রিট ব্রাঞ্চ-এর নিকট বকেয়া **৫৭,২১,০৫২.৩৫ টাকা (সাতান্ন লাখ একুশ হাজার বাহান্ন টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা) ১২.০৬.২০২৪** অনুযায়ী ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বিবরণ/অ্যাড/নং	সীমা ক্ষেত্র	মালিক/বন্ধকদাতা
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ০৩এইচ পরিমাণ এসবিইউ এরিয়া ১৩০০ বর্গফুট, ৩ বেডরুম, ১ ডাইনিং তথা লিভিং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ২ ব্যালকনি, ৪র্থতলে, ব্লক বি, বসবাসের প্রকল্প নাম টুইন টাওয়ারস অবস্থিত পরগনা জেএল নং ১, আরএস নং ১৯৮৯, তৌজি নং ৮১১, আরএস দাগ নং ৯৮-১১১, ১১৪/২০৬, ১০৭/২০১, আরএস খতিয়ান নং ২৮, এলআর খতিয়ান নং ১, সিট নং ৪৬, মৌজা : গোলাবাড়ি, প্রেমিসেস নং ৪৩৬ জি টি রোড (উ) থানা: গোলাবাড়ি, জেলা : হাওড়া, ওয়ার্ড নং ১৬, পিন ৭১১১০১।	**পূর্বে :** সম্পত্তি হোল্ডিং নং ৪৩৬ জি টি রোড (উত্তর) এবং পিডব্লুডি রোড, **পশ্চিমে :** হোল্ডিং নং ৪৩২ জি টি রোড (উত্তর), এবং হোল্ডিং নং ৪৩৫ জি টি রোড (উত্তর), উত্তরে : সম্পত্তি হোল্ডিং নং ৪৩৩ জিটি রোড (উত্তর) এবং চলার পথ হোল্ডিং নং ৪৩৫ জি টি রোড (উত্তর), **দক্ষিণে** : সম্পত্তি পূর্ব রেলওয়ের।	শ্রী অলোক প্রসাদ এবং শ্রীমতি সীমা প্রসাদ

তারিখ : ২২.০৮.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এসবিআই বহরমপুর শাখা কোড:-০০০৩৪ — গাড়ি নিলাম

১৫ স্কোয়ার ইস্ট রোড, পি.ও-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১। ই-মেল: sbi.00034@sbi.co.in

ব্যাঙ্কের কাছে হাইপোথিকেটেড পুরানো বাজেয়াপ্ত গাড়ি / যানবাহনগুলি ০৬.০৯.২০২৪ (শুক্রবার) তারিখ উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে। উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **সকাল ১১:০০টা থেকে ২:০০ টা পর্যন্ত এসবিআই, বহরমপুর শাখা, ১৫, স্কোয়ার ইস্ট রোড, পোঃঅঃ- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১ -তে, যোগাযোগ নং- ৮০০১১৯৪৩০০, ৮০০১১৯৪৩০১।**
গাড়ির বিশদ :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	নির্মাণের বর্ষ	বিড বর্ধিত মূল্য টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য
১.	মডেল এবং তৈরি: **MAHINDRA XUV300 W8O PM BS 6MT**, রেজিঃ নং.: **WB58CA4576**, রেজিঃ তারিখ: ০৮.০১.২০২৪, ইঞ্জিন নং **NPPZC74293**, চেসিস নং: **MA1NM2NP1P2C65169**, মালিকের নাম: তোফেজা বিবি	০৩.০৯.২০২৪ (বুধবার) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে	২০২৩	১০০০.০০ টাকা	১০,৫২,০০০.০০ টাকা
২.	মডেল এবং তৈরি: **TATA NEXON CRTV + S PMT**, রেজিঃ নং.: **WB58CA1905**, রেজিঃ তারিখ: ২২.১২.২০২৩, ইঞ্জিন নং: **REVTRN2INWXKE8388**, চেসিস নং : **MAT627467PLN37902**, মালিকের নাম: আলী হোসেন মন্ডল		২০২৩	১০০০.০০ টাকা	১০,৯৯,০০০.০০ টাকা

গাড়ি **‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যা যেমন আছে’** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ন্যূনতম ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে** যা **“এসবিআই, বহরমপুর শাখা” -র অনুকূলে ০৫.০৯.২০২৪ তারিখে** বিকেল ৩:০০টা পর্যন্ত নিলামস্থলে। **নগদ গৃহীত হবে না।** তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তসৎসহ “বিড’ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম” জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে ‘বিক্রি শংসাপত্র” প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ “বিড”-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
(খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর**। কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি **ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**
(ঙ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। **“এসবিআই, বহরমপুর শাখা”** বা অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়**, ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।

তারিখ : ২৪.০৮.২০২৪
স্থান : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ

Karur Vysya Bank — Smart way to bank
বড়বাজার শাখা
৯ রাম সেবক মল্লিক লেন, ৪৩ স্ট্র্যান্ড রোড
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৭
যোগাযোগ নং - ০৩৩-২২৬৮৩৪৮৭ ইমেল - calcutta@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি., বড়বাজার ব্রাঞ্চ, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত “যেখানে যে অবস্থায় আছে”, “যেখানে যা আছে” এবং “যেখানে যেমন আছে” ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ (২০.০৯.২০২৪), ৭,৪১,৯৩৯.৬৬ টাকা** (সাত লাখ একচল্লিশ হাজার নশো উনচল্লিশ টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা) টাকা ১০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১১.০৭.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট **(১) শ্রীমতি নিলাম চৌধুরি (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী শ্রী শ্রীরাম চৌধুরী, ২১১, এম জি রোড, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০০০৫ পশ্চিমবঙ্গ এবং নিবেদিতা সরণি, পো- দুর্গাপুর, থানা - নিশ্চিন্দা সমবায়পল্লী, হাওড়া - ৭১১২০৫, পশ্চিমবঙ্গ **(২) শ্রী শ্রীরাম চৌধুরী (জামিনদাতা)** নিবেদিতা সরণি, পো- দুর্গাপুর, থানা - নিশ্চিন্দা সমবায়পল্লী, হাওড়া - ৭১১২০৫, পশ্চিমবঙ্গ কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য **১২,৬৩,৬৮০ টাকা** (বারো লাখ তেষট্টি হাজার ছশো আশি টাকা) বায়না জমা **১,২৬,৩৬৮ টাকা** (এক লাখ ছাব্বিশ হাজার তিনশ আটষট্টি টাকা)।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট কমবেশি ১৮ বছরের পুরানো লিফট সুবিধা ব্যতীত মোজাইক মেঝে সমন্বিত পরিমাণ আনুমানিক ৭১৮ বর্গফুট সুপর বিল্ট আপ এরিয়া সহ চতুর্থতলে, ভবন নং ৮, কমবেশি অবস্থিত মৌজা : বালি, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ৭৩২৬ এবং ৭৩২৭ , এলআর দাগ নং ২৪৪৩১, খতিয়ান নং ৮৬৯৯, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধিক্ষেত্র অধীন, জেলা : হাওড়া। ফ্ল্যাটের স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীমতি নিলম চৌধুরী।

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে আমাদের ব্যাঙ্কের/নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়েবসাইটে লিঙ্ক **www.kvb.co.in/Property Under Auction** দেখুন এবং পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা, মেসার্স ৪ ক্লোজার পোর্টাল **https://bankauctions.in** দেখুন।

বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।

তারিখ : ১৬.০৮.২০২৪
স্থান : বড়বাজার

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (Union Bank of India)

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর, বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, পিন - ৭১৩২১৬

পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতা জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক. ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতার নাম খ. শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. দাবি নোটিশের তারিখ খ. বকেয়া পরিমাণ গ. দখলের তারিখ
১.	ক) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা : আল আহসান রশিদি সুস্মিতা দাশ গুপ্ত খ) সিউড়ি শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট অবস্থিত ব্লক -বিএ অ্যাকশন এরিয়া ১বি সিটি, জি-১১ তলা বসবাসের ভবন “এরিনা” , ব্লক -বিএ, ফ্ল্যাট চিহ্নিত বি-২/৮, ২য় পূর্ব দিকে, থানা : রাজারহাট নিউ টাউন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৫৬, পরিমাণ ৯৩০.৯০ বর্গফুট। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : খোলা জায়গা ; দক্ষিণে : খোলা জায়গা; পূর্বে : সড়ক ; পশ্চিমে : চলার পথ সিঁড়ি, লিফট।	ক. ০১.০৬.২০২৪ খ. ৩৬,২৭,১৯৭.০০ টাকা (ছত্রিশ লাখ সাতাশ হাজার একশ সাতানব্বই টাকা) চুক্তি মোতাবেক হারে ৩০.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ বকেয়া গ. ২০.০৮.২০২৪
২.	ক) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা : বরুণা বারারি মজুমদার খ) কল্যাণী রথতলা শাখা।	সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং জি-২, একতলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৩১ বর্গফুট কমবেশি টাইলস মেঝে সমন্বিত অবস্থিত ওয়ার্ড নং ২০, কাঁচড়াপাড়া মৌজা, জেএল নং ৫৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২২৭, ২২৮, এলআর খতিয়ান নং ১৯৯২, ১৯৬৯, ১৮৯৮, ১৮৯৭, কল্যাণী পুরসভার ওয়ার্ড নং ২০ অধীন, পুর হোল্ডিং নং এফ-৫৭/২২৭/২২৮/১০৯০ এবং ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন এবং ২ টয়লেট সহ সকলের ব্যবহারের যাতায়াতের পথ, গেট, সিঁড়ি, চলার পথ, অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত কমপ্লেক্স “আহনা অ্যাপার্টমেন্ট” অধীন। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৪ ফুট সাধারণ চলার পথ ; দক্ষিণে : জমি দাগ নং ২২৬ ;পূর্বে : ঘোষপাড়া রোড; পশ্চিমে : পরেশ ঘোষের জমি।	ক. ০১.০৬.২০২৪ খ. ১৫,৮৫,৮৪৩.৪৩ টাকা (পনের লাখ পঁচাশি হাজার আটশ তেতাল্লিশ টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা) চুক্তি মোতাবেক হারে ০২.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ বকেয়া গ. ২১.০৮.২০২৪

তারিখ : ২৪.০৮.২০২৪/স্থান : দুর্গাপুর — অনুমোদিত অফিসার/ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ

Karur Vysya Bank — Smart way to bank
জগাছা শাখা
আশীর্বাদ, মহিয়ারী রোড, দর্শা বিবেক ভিল, জি.আই.পি কলোনি, জগাছা, হাওড়া, পব ৭১১১১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (ধারা ১৪ নির্দেশ মোতাবেক)

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি., জগাছা ব্রাঞ্চ, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত “যেখানে যে অবস্থায় আছে”, “যেখানে যা আছে” এবং “যেখানে যেমন আছে” ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ (২০.০৯.২০২৪), ১২,৮১,৪৪৯.৫৬ টাকা** (বারো লাখ একাশি হাজার চারশ উনপঞ্চাশ টাকা এবং ছাপান্ন পয়সা) টাকা ২৭.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ২৮.০৭.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট **(১) শ্রী হাসিবর রহমান (ঋণগ্রহীতা)** মুন্সিডাঙা পূর্ব সর্দারপাড়া, পো- বাঁকরা, থানা - ডোমজুড় হাওড়া ৭১১৪০৩ পশ্চিমবঙ্গ **(২) শ্রীমতি জিসানা লস্কর** (ঋণগ্রহীতা) মুন্সিডাঙা পূর্ব সর্দারপাড়া, পো- বাঁকরা, থানা - ডোমজুড় হাওড়া ৭১১৪০৩ পশ্চিমবঙ্গ **(৩) শ্রী শেখ বসির আলম (জামিনদাতা)** ৫, মার্কেট বিল্ডিং, ৩য় তল, বাঁকারা মন্ডল পাড়া ডোমজুড় হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭১১৪০৩ কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য **১৮,৯৩,৬৫৪ টাকা** (আঠার লাখ তিরানব্বই হাজার ছশো চুয়ান্ন টাকা) বায়না জমা **১,৮৯,৩৬৫.৪০ টাকা** (এক লাখ উননব্বই হাজার তিনশ পঁয়ষট্টি টাকা এবং চল্লিশ পয়সা)।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি মার্বেল মেঝে সমন্বিত ফ্ল্যাট নং ০৬, দোতলায়, টাওয়ার/ব্লক-১, পরিমাণ আনুমানিক ৭৯১ বর্গফুট সহ ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, লিফট সুবিধা সহ এবং অবিভক্ত যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাট অবস্থিত ভবনের চত্বরে মৌজা : ধারসা, ডোমজুর, জেএল নং ৫, তৌজি নং ৭৭৫, আরএস দাগ নং ৬৯৮, এলআর দাগ নং ৫০৯, আরএস খতিয়ান নং ৪৪৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৯৭৫, জেলা সাব রেজিস্ট্রার, হাওড়া অধিক্ষেত্র অধীন, এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, ডোমজুড়, স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী হাসিবার রহমান এবং শ্রীমতি জিসানা লস্কর এবং জমির চৌহদ্দি :
উত্তরে : খোলা জায়গা — পূর্বে : ৭ ফুট চওড়া চলার পথ/ ভবনের লবি
দক্ষিণে : সিঁড়ি এবং লবি — পশ্চিমে : খোলা জায়গা।

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে আমাদের ব্যাঙ্কের/নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়েবসাইটে লিঙ্ক **www.kvb.co.in/Property Under Auction** দেখুন এবং পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা, মেসার্স ৪ ক্লোজার পোর্টাল **https://bankauctions.in** দেখুন।

বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।

তারিখ : ১৬.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি. — দাবি নোটিশ

শ্রীবাসঅঙ্গন রোড, পো. নবদ্বীপ, জেলা - নদিয়া,
পিন - ৭৪১৩০২ (পশ্চিমবঙ্গ), ফোন নং - (০৩৪৭২) ২৪০৩৪৭
স্থাপিত - ১৯২৯ (রেজি. নং ৪২ তারিখ ২৬.১১.১০২৯)
আরবিআই লাইসেন্স নং - ইউবিডি. ডব্লিউবি ১৪/২০০৯-১০

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ

এখানে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা এবং জামিনদাতারা মূল এবং সুদের পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে ব্যাংক থেকে তাদের দ্বারা প্রাপ্ত ঋণ সুবিধা এবং ঋণগুলি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে বলে এই বিজ্ঞপ্তি মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতার নাম অ্যাকাউন্ট নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	১) নোটিশের তারিখ ২) এনপিএ-এর তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**মৌমিতা দে দাস,** স্বামী অজয় দে, সরকারপাড়া, ওয়ার্ড নং ১৬, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং : ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ, **আলো রানি দাস,** স্বামী রামকৃষ্ণ দাস, সরকারপাড়া, ওয়ার্ড নং ১৬, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং : ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ, **জামিনদাতা : ১. জয় হরি,** প্রযত্নে : চন্দ্র প্রসাদ ঘোষাল, সরকারপাড়া, ওয়ার্ড নং ১৬, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং : ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ, **২. সঞ্জয় পাল,** প্রযত্নে : প্রয়াত সুধীর পাল, সরকারপাড়া, ওয়ার্ড নং ১৬, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং : ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ **এ/সি নং ০১২৩০০০১৭১০১ (টিএল)**	**তপশিল ‘সি’ : অংশ ১ (অস্থাবর সম্পত্তির দায়বদ্ধতা)** অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন কোম্পানির সংশ্লিষ্ট সকল দায়বদ্ধ সম্পত্তি যেমন চলতি সম্পদ, মজুত, লেনদেনে মজুত, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং সমুদয় চলতি সম্পদ এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি , যা নথিতে উল্লেক করা হয়েছে (তপশিল ‘বি’)। **অংশ ২ স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ : স্বত্বাধিকারী : - মৌমিতা দে দাস, স্বামী অজয় দে, সরকারপাড়া, ওয়ার্ড নং ১৬, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং : ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ১.৬৫ শতক, মৌজা : ২০ নবদ্বীপ, জেএল নং ২০, ওয়ার্ড নং ১৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৩৬৮, এলআর খতিয়ান নং ৩৯৩, হাল এলআর ৩৩১৩৪, আরএস প্লট নং ৫৫৪৫, এলআর প্লট নং ৮৪৭৯, নবদ্বীপ পুরসভা অধীন, দলিল নং ১৭৯০- ২০২১ সালের, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং : ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্বাধিকারী : - আলো রানি দাস, স্বামী রামকৃষ্ণ দাস , সরকারপাড়া, ওয়ার্ড নং ১৬, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং : ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ,** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক **১.৬৫ শতক,** মৌজা : ২০ নবদ্বীপ, জেএল নং ২০, ওয়ার্ড নং ১৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৩৬৮, এলআর খতিয়ান নং ৩৯৩, হাল এলআর ৩৩১৩৩, আরএস প্লট নং ৫৫৪৫, এলআর প্লট নং ৮৪৭৯, নবদ্বীপ পুরসভা অধীন, দলিল নং ১৭৯১- ২০২১ সালের, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং : ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ।	১) ২১.০৬.২০২৪ ২) ২০.০৭.২০২৩ ৩) ২,৫৮,০৪৪.০০ টাকা (দুই লাখ আটান্ন হাজার চুয়াল্লিশ টাকা) ৩১.০৫.২০২৪ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে সংশ্লিষ্ট পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং/অথবা জামিনদাতাগণ (যেখন প্রযোজ্য) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে, ব্যর্থ হলে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড ইনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিক্রান্তে।

তারিখ : ২৪.০৮.২০২৪
স্থান : নবদ্বীপ, নদিয়া

অনুমোদিত অফিসার
দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.
নবদ্বীপ, নদিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship Beyond Banking
বারাসাত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
২য় ফ্লোর, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১) দেখুন]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৯-০৫-২০২৪** তারিখে **দাবি বিজ্ঞপ্তি** প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা, এ/সি মেসার্স লক্ষ্মী অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ,** ঠিকানা- কদমতলা মোড়, বাইগাছি, জগদীশপুর হাট, ওল্ড বেনারস রোড, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১১১৫, **অংশীদারগণ- ১. শ্রীমতী গোলাপী খাটুয়া,** স্বামী-প্রয়াত ভগীরথ খাটুয়া, **২. শ্রী সিদ্ধার্থ খাটুয়া,** পিতা-প্রয়াত ভগীরথ খাটুয়া এবং **৩. শ্রী অয়ন খাটুয়া,** পিতা-প্রয়াত ভগীরথ খাটুয়া, উভয়েরই একই ঠিকানা- ১৯/২১/১, কালু পাড়া লেন, সালকিয়া, জেলা হাওড়া, পিন - ৭১১১০৬ -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **১,১০,১৬,৪১৬.০৯ টাকা (এক কোটি দশ লক্ষ যোল হাজার চারশো যোল টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র) সেইসঙ্গে আরও আনচার্জড সুদ বার্ষিক @ ১১.৮৪% (এ/সি. ৪২৪৯৩০১১০০০০০৩০) এবং বার্ষিক ৯.২৫% (এ/সি নং ৪২৪৯৭৩৪১০০০০০১৮ এবং ৪২৪৯৭৩৪১০০০০০৯৭) বকেয়া টাকা** উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে **৬০ দিনের** মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন উক্ত এক্ট এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৩ অগাস্ট, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **১,১০,১৬,৪১৬.০৯ টাকা (এক কোটি দশ লক্ষ যোল হাজার চারশো যোল টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র)** এবং তদুপরি সুদ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সল্টলেক শাখা** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১১ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের জমি ও বিল্ডিং সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- বাইগাছি, জেএল নং ১, তৌজি নং ২৩, খতিয়ান নং ৬২৮, দাগ নং ১৭৮৮৮ (জমির পরিমাপ ৮ কাঠা ০ ছটাক ২৫ বর্গফুট) এবং খতিয়ান নং ৪৩৫ দাগ নং ১৭৩ (জমির পরিমাপ ৩ কাঠা ৭ ছটাক ২৫ বর্গফুট) জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে কদমতলা মোড়ে অবস্থিত, বাইগাছি, জগদীশপুর হাট, ওল্ড বেনারস রোড, থানা-লিলুয়া, জেলা- হাওড়া, পিন - ৭১১১১৫। দলিল নং ৯৩০ সাল-১৯৯৭, বই নং ১, ভলিউম নং ১৪, পৃষ্ঠা ৩২৭ থেকে ৩৩৩ পর্যন্ত তে এ.ডি.এস.আর.ও. হাওড়া।
সম্পত্তিটি ১. শ্রীমতী গোলাপী খাটুয়া, স্বামী-প্রয়াত ভগীরথ খাটুয়া, **২. শ্রী সিদ্ধার্থ খাটুয়া,** পিতা-প্রয়াত ভগীরথ খাটুয়া এবং **৩. শ্রী অয়ন খাটুয়া,** পিতা-প্রয়াত ভগীরথ খাটুয়া **-এর নাম আছে।**
সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- দাগ নং ১৭২ -এর অধীনে জমি, **দক্ষিণ**- কমন প্যাসেজ, **পূর্ব**- দাগ নং ১৭৪ এবং ১৭৩ (অংশ) পর্যন্ত জমি, **পশ্চিম**- দাগ নং ১৭৪ (অংশ) এবং দাগ নং ৯২ এর অধীনে জমি দ্বারা।

স্থান: জগদীশপুর
তারিখ: ২৩/০৮/২০২৪

স্বা/- চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ

Karur Vysya Bank — Smart way to bank
বাগনান শাখা
ওটি রোড, খাদিনান, বাগনান, হাওড়া জেলা
বেতাল অয়েল মিলের নিকট, বাগনান, পব ৭১১৩০৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি., বাগনান ব্রাঞ্চ, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত “যেখানে যে অবস্থায় আছে”, “যেখানে যা আছে” এবং “যেখানে যেমন আছে” ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ (২০.০৯.২০২৪), ১২,৬৫,৯০৫.০১ টাকা** (বারো লাখ পঁয়ষট্টি হাজার নশো পাঁচ টাকা এবং এক পয়সা) টাকা ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০১.০৮.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট **(১) মোবারক আলি খান (ঋণগ্রহীতা),** পিতা আবেজ আলি খান, বেরাবেরিয়া উত্তর, বাগনান, হাওড়া-৭১১৩০৩, পশ্চিমবঙ্গ **২) রিয়াসদ আলি খান (ঋণগ্রহীতা)** বেরাবেরিয়া উত্তর, বাগনান, হাওড়া-৭১১৩০৩, পশ্চিমবঙ্গ কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য **২২,৭৬,১০০ টাকা** (বাইশ লাখ ছিয়াত্তর হাজার একশ টাকা) বায়না জমা **২,২৭,৬১০ টাকা** (দুই লাখ সাতাশ হাজার ছশো দশ টাকা)।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, জমির পরিমাণ ৩.৬৭ ডেসিমেল (পরিবর্তিত বাস্তু এবং দোকান) অবস্থিত , প্লট নং ৪৫৬, খতিয়ান নং আরএস ৫৮০, এল আর : ৯৯৯/১, মৌজা : খাদিনান, জেএল নং ৫৯, বাগনান : ২ জি পি, বাগনান-১ ব্লক, অধীন, জেলা : হাওড়া, থানা : বাগনান, স্বত্বাধিকারীর নাম **মোবারক আলি খান**। সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে :
উত্তরে : প্রয়াত আয়ুব আলি খানের ভবন, — দক্ষিণে : ইউনুস আলি খানের ভবন,
পূর্বে : জিকরিয়া আলি খান এবং অন্যান্যর ভবন, — পশ্চিমে : বাগনান-আমতা রোড।

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে আমাদের ব্যাঙ্কের/নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়েবসাইটে লিঙ্ক **www.kvb.co.in/Property Under Auction** দেখুন এবং পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা, মেসার্স ৪ ক্লোজার পোর্টাল **https://bankauctions.in** দেখুন।

বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।

তারিখ : ১৬.০৮.২০২৪
স্থান : বাগনান

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

একই পরিবারের ৩ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু, মিলেছে সুইসাইড নোট

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: স্বামী, স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাসন্তান নিয়ে গোটা পরিবারের অস্বাভাবিক মৃত্যু। প্রাথমিক অনুমান পরিবারের তিনজনই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। ঘর থেকে মিলেছে সুইসাইড নোট। শুক্রবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে অশোকনগর থানার গুমা নবপল্লি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতেরা হলেন দীপক রায় (৪৩), তার স্ত্রী প্রিয়া রায় (৩৮) ও একমাত্র কন্যাসন্তান মিষ্টি রায় (১০)। জানা গেছে, অশোকনগরের গুমা নবপল্লি এলাকায় ৪ বছর ধরে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে ভাড়া থাকতেন দীপক রায়। তার আদি বাড়ি বাংলাদেশে। দীপক অশোকনগর বালিশা এলাকার একটি প্লাইউড কারখানায় কাজ করতেন। শান্ত ও ঝুটঝামেলাহীন ভালো পরিবার বলেই এলাকায় তাদের পরিচয় ছিল। সেই পরিবারের তিনজনের একই সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতীর ঘটনায় রহস্য দানা বেঁধেছে। এদিন সকাল থেকে তাদের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। বারংবার ডাকাডাকি ও ফোন করার পরেও কোনও সাড়া না মেলায় স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। বাড়ির মালিক ও প্রতিবেশীরা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। অশোকনগর থানায় খবর দেওয়া মাত্রই দুপুর ১টা নাগাদ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে অশোকনগর থানার পুলিশ। অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তিনজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ময়নাতদন্তের জন্য দেহগুলি বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘরের ভেতর থেকে একটা সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে। সেখানে মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী করা হয়নি। লোনে জর্জরিত থাকার কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে পরিবারের। তবে ঘটনাটি নিছকই আত্মহত্যার ঘটনা? নাকি এর পেছনে বড় কোনও ষড়যন্ত্র আছে? খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: আরজি কর হাসপাতালে পড়ুয়া চিকিৎসকের নৃশংস ভাবে খুনের অভিযোগে উত্তাল রাজ্য সহ সারাদেশ। সারাদেশে এই ঘটনায় জড়িত দোষীদের শাস্তির দাবিতে নানান কর্মসূচি নিয়েছেন আমজনতা থেকে শুরু করে বিরোধী দল তথা রাজ্য শাসকদলও দোষীদের শাস্তির দাবিতে পথে নেমেছেন।

শুক্রবার সেই ঘটনাকে সামনে রেখেই রাজ্যজুড়ে বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচি ছিল। সেইমতো অণ্ডাল থানা ঘেরাও কর্মসূচি গ্রহণ করে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা মিছিল করে থানার সামনে গিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। বিজেপি নেতা ছোটন চক্রবর্তীর অভিযোগ, আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়াকে নৃশংস ভাবে খুন করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছে রাজ্য সরকার তথা রাজ্য পুলিশ। আর সেই জন্যই এদিন রাজ্যজুড়ে বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচি বলে জানান তিনি।

চিকিৎসার অভাবে রোগী মৃত্যুর দাবি, উত্তেজনা মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: শুক্রবার এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় বুদবুদের মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বুদবুদ থানার পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম মাধাই বাদ্যকর (৫৬)। তাঁর বাড়ি বুদবুদের কোটা গ্রামে। শুক্রবার সকালে মাধাই বাদ্যকর বুকে ব্যথা অনুভব করলে, তাঁকে তড়িঘড়ি মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে যখন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল সেই সময় হাসপাতালে ডাক্তার এমার্জেন্সিতে উপস্থিত না থাকার কারণে ন্যূনতম চিকিৎসাটুকু করা হয়নি। পরে হাসপাতলে চিকিৎসক না থাকায় সেখানকার কর্তব্যরত নার্সকে বলা হলে সে মাধাই বাদ্যকরকে একটি ইনজেকশন দেন। পরিবারের অভিযোগ, ইনজেকশন দেওয়ার পরই তাঁর মৃত্যু হয়। চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পরিবারের লোকজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বুদবুদ থানার পুলিশ। বুদবুদ থানার পুলিশের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে পরিবারের লোকজনের বচসা চলে। যদিও হাসপাতালের পক্ষ থেকে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করা হয়।

নিজের সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধেই রাস্তায় নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী : দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: 'দফা এক, দাবি এক, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ' স্লোগান তুলে শুক্রবার দুপুরে মেদিনীপুর শহরে মিছিল করল জেলা বিজেপি। বৃষ্টি উপেক্ষা করে মিছিল শহর পরিক্রমা করে। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। কপালে কালো কাপড় বেঁধে মিছিলে পা মেলান তিনি। ছিলেন জেলা সভাপতি সুদাম পন্ডিত, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পারিজাত সেনগুপ্ত সহ অন্যান্যরাও। মিছিল শেষে কালেক্টরেট এলাকায় প্রতিবাদ সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার হন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, উনি রাস্তায় নেমে নাটক শুরু করে দিয়েছেন। নিজের সরকার, পুলিশ-প্রশাসনের ব্যর্থতার বিরুদ্ধেই পথে নেমেছেন। এর থেকে ভালো উনি নিজেই পদত্যাগ করুন।

ফর্ম এ

সাধারণ ঘোষণা

২০১৭ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ভলান্টারি লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১৪ অধীনে)

ব্র্যান্ডশ্যুটস ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

১. কর্পোরেট সংস্থার নাম	**ব্র্যান্ডশ্যুটস ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড**
২. কর্পোরেট সংস্থার গঠনের তারিখ	০৬ অক্টোবর ২০১৬
৩. সংশ্লিষ্ট যে কর্তৃপক্ষের অধীনে সংস্থা গঠিত/ নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪. কর্পোরেট সংস্থার কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিটি নং	U74999WB2016PTC217941
৫. কর্পোরেট সংস্থার রেজিস্টার্ড অফিসের/ প্রধান অফিসের (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	ফ্ল্যাট ৬এ, গীতাঞ্জলি, ৮বি মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, ভারত : ৭০০০৭১
৬. কর্পোরেট সংস্থার দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২২ আগস্ট ২০২৪
৭. লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নং এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	নাম : **নীতিন দাগা,** ঠিকানা : পি-৬৮, সেক্টর : এ, মেট্রোপলিটান কোঅপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড, থানা : প্রগতি ময়দান, ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ :৭০০১০৫, মোবাইল নং : ৯৮৭৪২৫৫৭৭৫, ইমেল আইডি : **daga.nitin.cs@gmail.com** রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02213/2020-2021/13405
৮. দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ব্র্যান্ডশ্যুটস ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেডের স্বেচ্ছা দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে ২২ আগস্ট ২০২৪ তারিখে।

ব্র্যান্ডশ্যুটস ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেডের বিনিয়োগকারীগণকে লিকুইডেটরের নিকট দফা ৭ উল্লিখিত ঠিকানায় তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই প্রমাণ সহ তাদের দাবি পেশ করবেন। অন্যান্য সকল বিনিয়োগকারীগণ প্রমাণ সহ তাদের দাবি ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করবেন।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

নীতিন দাগা
লিকুইডেটর
রেজি.নং :IBBI/IPA-001/IP-P-02213/2020-2021/13405
পি-৬৮, সেক্টর : এ, মেট্রোপলিটান কোঅপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড,
থানা : প্রগতি ময়দান, ক্যানাল সাউথ রোড,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০১০৫
ব্র্যান্ডশ্যুটস ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়া অধীন)

তারিখ : ২৪ আগস্ট ২০২৪
স্থান : কলকাতা

SABDARNAGAR GRAM SABHA SAMABAY KRISHI UNNYAN SAMITY LIMITED

Regd. No.- 164, Date- 12/06/1963

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা, সব্দরনগর গ্রামসভা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ. সকল সদস্য-সদস্যাগনকে জানানো যাইতেছে যে আগামী ২৪/০৯/২০২৪ তারিখ (মঙ্গলবার) দুপুর ১২:০০ ঘটিকায় সব্দরনগর প্রনবভারতী স্কুলে অত্র সমবায় সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনের নিমিত্ত একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় A.R.O. কর্তৃক নির্ধারিত নির্বাচনী নির্ঘণ্ট অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হইবে। অত্র সমবায় সমিতির সকল সদস্য-সদস্যাগনকে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহন করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা :

(১) অসংরক্ষিত আসন সংখ্যা—৯, (২) সংরক্ষিত আসন সংখ্যা (মহিলা)—২, (৩) সংরক্ষিত আসন সংখ্যা (তপশীলি জাতি, উপজাতি)—১, মোট —১২।

নির্বাচনী নির্ঘণ্ট

ক্রমিক নং	নির্ঘণ্ট সূচী	তারিখ	সময়	স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক
১	আবেদন ক্রমে মনোনয়ন পত্র বিতরন	৩০-০৮-২০২৪ ও ৩১-০৮-২০২৪	১২:০০ ০৩:০০	সমিতির অফিস কক্ষ	Debabrata Debnath
২	প্রার্থী বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক মনোনয়ন পত্র দাখিল	০২-০৯-২০২৪ ও ০৩-০৯-২০২৪	১২:০০ ০৩:০০	সমিতির অফিস কক্ষ	Debabrata Debnath
৩	মনোনয়ন পরীক্ষা ও তার অবব্যাহিত পরে বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	০৫-০৯-২০২৪	১২:০০	সমিতির অফিস কক্ষ	Sagari Mandal (A.R.O & C.I)
৪	প্রার্থীর লিখিত আবেদন ক্রমে মনোনয়নপ্রত্যাহার	০৬-০৯-২০২৪	০৩:০০ পর্যন্ত	সমিতির অফিস কক্ষ	Sagari Mandal (A.R.O & C.I)
৫	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৬-০৯-২০২৪	প্রত্যাহারের পরে	সমিতির অফিস কক্ষ	Sagari Mandal (A.R.O & C.I)
৬	প্রয়োজনে প্রতীক বন্টন	০৬-০৯-২০২৪	১২:০০	সমিতির অফিস কক্ষ	Sagari Mandal (A.R.O & C.I)
৭	আবশ্যক ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ	২৪-০৯-২০২৪	১২:০০ ০৩:০০	প্রনবভারতী স্কুল	Sagari Mandal (A.R.O & C.I)
৮	ভোট গ্রহণ শেষে ভোট গননা ও ফল প্রকাশ	২৪-০৯-২০২৪	গননার পরে	প্রনবভারতী স্কুল	Sagari Mandal (A.R.O & C.I)

বিদ্রঃ - পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের আইন ২০০৬ ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী প্রতিনিদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ভোটার পরিচয় পত্র, সমিতির পাশবহি, অথবা বিকল্প স্বচিত্র পরিচয় পত্র ভোটদান কেন্দ্রে সঙ্গে আনিবেন।

Sd/- Sagari Mondal
Assistant Returning Officer,
Sabdarnagar GramSabha Samabay
Krishi Unnayan Samiti Ltd.

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড

BCL

রেজিস্টার্ড অফিস: পলাশডিহা, পাঁচগাছিয়া রোড, পো - কন্যাপুর, আসানসোল-৭১৩৩৪১, জেলা বর্ধমান প.ব.
কর্পোরেট অফিস: "কাঞ্চনা বিল্ডিং", ৭/১, আনন্দীলাল পোদ্দার সরণি, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-৪০০৩০২১২, ইমেল : cs@burnpurcement.com
CIN No: L27104WB1986PLC040831

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি - ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে **বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড** ('কোম্পানি') সদস্যদের **৩৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা** ('এজিএম') **১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২.০০ টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও ভিজুয়াল মিনস **("ভিসি/ওএভিএম")** এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে, এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫, (সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস) এই বিষয়ে সময়ে সময়ে কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক ('এমসিএ') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সার্কুলারস') দ্বারা জারি করা সার্কুলারগুলির সাথে সময়ে সময়ে পঠিত অনুযায়ী।

উপরের সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, কোম্পানির ৩৮ তম এজিএম-এর নোটিশের অনুলিপি এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ই-মেইলের মাধ্যমে সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানাগুলি কোম্পানি বা ডিপোজিটরির সাথে যেকোন একটিতে নিবন্ধিত। উল্লিখিত নোটিশ এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.burnpurcement.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেমন বিএসই লিমিটেড **www.bseindia.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ-এর ওয়েবসাইটে **www.nseindia.com**, এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে **www.evoting.nsdl.com** পাওয়া যাবে।

আইনের ধারা ১০৮ অনুসারে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত, সময়ে সময়ে সংশোধিত, সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (এসএস২) ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিদের দ্বারা জারি করা সেবি লিস্টিং রেগুলেশনের ইন্ডিয়া এবং রেগুলেশন ৪৪, কোম্পানিটি তার সদস্যদের এজিএম-এর আগে/সময়ে এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে দূরবর্তী বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে এবং এর জন্য কোম্পানি ভোটদানের সুবিধার্থে এনএসডিএল-কে নিয়োগ করেছে। যেসব সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তাদের এজিএম চলাকালীন ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে।

একজন ব্যক্তি যার নাম **কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বৃহস্পতিবার** সদস্যদের/সুবিধাপ্রাপ্ত মালিকদের রেজিস্টারে প্রদর্শিত হবে তিনি এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। অধিকন্তু, যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন evoting@nsdl.co.in-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে। যাইহোক, যদি আপনি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন, তাহলে আপনি আপনার ভোট দেওয়ার জন্য আপনার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

দূরবর্তী ই-ভোটিং এর সময়কাল সোমবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯.০০টা (আইএসটি) শুরু হবে এবং ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বুধবার বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।

আইনের ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে বৃহস্পতিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে। এজিএমের আগে এবং চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের নোটিশে দেওয়া আছে।

সিএস পঙ্কজ কুমার মোদী, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সিওপি : ১২৪৭২) একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে এজিএম এর আগে/সময়ে দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।

আপনার যদি ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এফএকিউএস এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা কল করতে পারেন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা **evoting@nsdl.co.in**-এ সিনিয়র ম্যানেজার মিসেস পল্লবী মাত্রেকে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে জানতে পারেন।

বোর্ডের আদেশানুসারে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
ইন্দ্রজিৎ কুমার তিওয়ারি
পুরো সময়ের ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৪.০৮.২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **৩০.০৯.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ঘোলা নোয়াপাড়া শাখা, সুরক্ষিত পাওনাদার** -এর **৪,৪৪,৫৭০.০৩ টাকা** (চার লক্ষ চুয়াল্লিশ পাঁচশত সত্তর টাকা এবং তিন পয়সা মাত্র) **২৮.০২.২০২২ অনুযায়ী** সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, এবং খরচ বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **জনাব আয়েশ কুরুনি মন্ডল (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) এবং মিসেস হাফিজা খাতুন (জামিনদার)** ঠিকানা: গ্রাম - জয়দেবপুর, রণগোবিন্দপুর (পারুলিয়া মোড়ের কাছে), পোস্ট ও থানা - ডায়মন্ড হারবার, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৩১ -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা: **জনাব আয়েশ কুরুনি মন্ডল** গ্রাম - জয়দেবপুর, রণগোবিন্দপুর (পারুলিয়া মোড়ের কাছে), পোস্ট ও থানা - ডায়মন্ড হারবার, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৩১ **জামিনদার: মিসেস হাফিজা খাতুন** গ্রাম - জয়দেবপুর, রণগোবিন্দপুর (পারুলিয়া মোড়ের কাছে), পোস্ট ও থানা - ডায়মন্ড হারবার, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৩১ খ) ঘোলা নোয়াপাড়া শাখা	কমবেশি ৮ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তথায় থাকা নির্মিত বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার মৌজা - জয়দেবপুর, পরগনা- মুরাগাছা, থানা - ডায়মন্ড হারবার, হাল তৌজি - ৩৭, তৌজি- ৮৭, খতিয়ান - ১৩৮০, আরএস ও এলআর দাগ- ৯৬২, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সমগ্র জমির সীমানা :** উত্তর- মোসামত সাদিকা খাতুনের জমি, দক্ষিণ- আজিজুল হক ও অন্যান্যদের জমি, পূর্ব- আজিজুল হক ও অন্যান্যদের জমি, পশ্চিম- রাস্তা দ্বারা।	**৪,৪৪,৫৭০.০৩ টাকা** (চার লক্ষ চুয়াল্লিশ পাঁচশত সত্তর টাকা এবং তিন পয়সা মাত্র) **২৮.০২.২০২২ অনুযায়ী** সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, এবং খরচ	ক) **২২,৭০,০০০.০০ টাকা (*)** (বাইশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) খ) **২,২৭,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা মাত্র) ই-অকশনের তারিখ এবং সময় বা তার আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে। গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB50373554236** ঙ) উপরোক্ত সম্পত্তির উপর অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান ও তথ্যের কোন দায়বদ্ধতা নেই। চ) **প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ৩০.০৯.২০২৪ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (**https://www.ebkray.in**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ,** ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিয়াস কমার্সিয়াল টাওয়ার, ওয়াদালা ট্রাক টার্মিনালের নিকটে, ওয়াদালা ইস্ট, মুম্বই-৪০০০৩৭ -তে ফোন করুন **(যোগাযোগ ফোন নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি:- support.ebkray@psballiance.com)**

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- (১) www.indianbank.in এবং (২) https://www.ebkray.in পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "৮২৯১২ ২০২২০" -এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২২.০৮.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

---

5 STAR

মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড

STEELS AN ISO 9001 : 2015 COMPANY

রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০০১
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫; ফ্যাক্স: +৯১-৩৩-২২৩০ ০৩৩৬
ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L27101WB2001PLC138341

২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেডের ('কোম্পানি') সদস্যদের ২৩তম (তেইশ তম) বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে **বুধবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ** দুপুর ৩:০০টায় (আইএসটি), কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর সাথে সম্মতিতে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ("এমসিএ") সার্কুলার নং ১৪/২০২০ ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলার, সর্বশেষ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সার্কুলার নং ৯/২০২৩ এবং সেবি সার্কুলার নং. সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক সার্কুলার, সময়ে সময়ে, যদি থাকে, জারি করা হয়, (সম্মিলিতভাবে 'প্রাসঙ্গিক সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়) একটি সাধারণ ভেন্যুতে সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াই এজিএম আহ্বানকারী নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসাগুলিকে লেনদেন করার জন্য।

সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষ এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে ইলেকট্রনিকভাবে কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর নিকট। নোটিশ এবং ২০২৩-২৪ -এর বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.manaksiasteels.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে যেমন, **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com**। পূর্বোক্ত নথিগুলির প্রকৃত অনুলিপি, শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হচ্ছে না কারণ প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির মাধ্যমে প্রয়োজনীয়তা শিথিল করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি এনএসডিএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা) যেমন, **www.evoting.nsdl.com**।

সদস্যরা, যারা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা (ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের সহ) নিবন্ধিত করেননি, তাদের এজিএম আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদ্ধতিতে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সভার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য সদস্যদেরকে কোম্পানির বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (ইংরেজি) এবং একদিন (বাংলা) দ্বারা জারি করা ১৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে সংবাদপত্রের প্রকাশনা দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লিখিত বিজ্ঞাপনগুলি কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

২৩ তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত রেজোলিউশনগুলি দূরবর্তী ই-ভোটিং (এজিএমের স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে ভোট দেওয়ার সুবিধা) এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর নিয়ম ২০ এর সাথে পড়া। কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪, সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর সাধারণ সভা এবং প্রবিধান ৪৪-এর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত হয়েছে ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য। ই-ভোটিং সুবিধাটি এজিএম-এও পাওয়া যাবে এবং যেসকল সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করা থেকে নিষেধ করা হয়নি, তারা এজিএম-এ ভোট দিতে পারবেন।

যে সকল সদস্যের নাম **কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** তারিখে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা আমানতকারীদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে তারা এজিএমে রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি সেই অনুযায়ী বিবেচনা করা উচিত। যে ব্যক্তিরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হচ্ছেন কিন্তু কাট-অফ তারিখে বা তার আগে এনএসডিএল -কে evoting@nsdl.com বা mdpldc@yahoo.com -এ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যে এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত সদস্যরা অবশ্য এই উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং তালিকা প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ৪২ এর বিধান অনুসারে, **কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বৃহস্পতিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে বুধবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে কোম্পানির ২৩তম এজিএমের উদ্দেশ্যে।**

দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সময়কাল সকাল ০৯:০০টায় শুরু হবে শনিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ এবং শেষ হবে বিকেল ৫:০০টায় মঙ্গলার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে দূরবর্তী ই-ভোটিং এনএসডিএল দ্বারা ব্লক করা হবে। এছাড়া, একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। যে সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন তবে পুনরায় সভায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

সদস্যদের এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে, এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী, এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং/ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে ই-ভোটিং বা সভায় যোগদান সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন বা ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন বা **evoting@nsdl.com** -তে সিনিয়র ম্যানেজার মিস পল্লবী মহাত্রেকে একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতাকে একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ভোটিং যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ভোটের ফলাফল ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ শুক্রবার বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফলগুলি স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট **www.manaksiasteels.com** এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে অবিলম্বে পাওয়া যাবে। এই ধরনের ফলাফলগুলি কোম্পানির দ্বারা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এর কাছেও পাঠানো হবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অজয় শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৩.০৮.২০২৪

মেসার্স শ্রদ্ধা এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন অধীন)
CIN No. U51909WB1996PTC078810
ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে কর্পোরেট দেনাদারের বিক্রয়
ডাক জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : মঙ্গলবার ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে (বিকাল ৫টার আগে)
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : সোমবার ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে (বিকাল ৫টার আগে)
ই-নিলামের দিন, তারিখ এবং সময় : শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ)
শ্রদ্ধা এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেডের মালিকানাধীন সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রয় (লিকুইডেটরের অধীনে) লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ, মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর ২৮.০২.২০২৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এর আদেশ নং - IA (IB) No. 1424/KB/2023 CP (IB) No. 991/KB/2019-অধীনে।
ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম www.eauctions.co.in-এর মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে

সম্পদ	ব্লক	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি পরিমাণ (আইএনআর)	ডাক বর্ধিত পরিমাণ (আইএনআর)
বিকল্প সুবিধা/ ব্লক এ				
বাণিজ্যিক সম্পত্তি, বেসমেন্ট আনুমানিক ৫১০০ বর্গফুট অবস্থিত এ, সূর্য অ্যাপার্টমেন্টস, ১৪/১ এবং ১৪/৭ ম্যাকেঞ্জি লেন, হাওড়া, এসি মার্কেটের নিকট, হাওড়া : ৭১১১০১	এ	১,৫১,২০,০০০ টাকা	১৫,১২,০০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাদি :

১. ব্লক এ-র সমস্ত সম্পদ-এর বিশদ বিবরণ যেকোনো মুলতুবি আইনি মামলা ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে প্রকাশ করা হয়েছে এবং নিলামে অংশগ্রহণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেখতে হবে।
২. এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই আমন্ত্রণটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনো কারণ ব্যতীত এবং কোনো দায় ছাড়াই কোনো আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরপত্রদাতাকে গ্রহণ এবং/অথবা গ্রহণ না করার এবং প্রক্রিয়াটি বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৩. সফল দরদাতা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের পুরানো বকেয়া, সোসাইটির পুরানো রক্ষণাবেক্ষণ বিল/সমস্ত প্রযোজ্য কর, শুল্ক/স্থানান্তর চার্জ, ফি, জিএসটি ইত্যাদি বহন করবে।
৪. ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড-এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে বিক্রয় হবে। **www.eauctions.co.in** পোর্টালে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য দরদাতাদের নাম লিকুইডেটর চিহ্নিত করবেন। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী লিংকস্টার ইনফোসিস প্রা লি. যোগ্য দরদাতাদের ইমেলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রদান করবে।
৫. অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স লিংকস্টার ইনফোসিস লিমিটেড-এর মাধ্যমে ই-নিলাম কঠোরভাবে **'যেখানে যেমন আছে' 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' এবং 'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** পরিচালিত হবে। নিলামের সমস্ত শর্তাবলী **www.eauction.co.in**-এ উপলব্ধ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
৬. অংশগ্রহণকারীদের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিড নথির বিশদ বিবরণ এবং ইএমডি অর্থপ্রদানের বিবরণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে বর্ণিত নির্ধারিত সময়েরে মধ্যে নীচে দেওয়া ঠিকানায় নথিতথ্যের বা ইমেলের মাধ্যমে লিকুইডেটরের অফিসে পৌঁছাতে হবে।
৭. কেওয়াইসি সহ বিড ফর্ম/ইওআই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করার জন্য নথিগুলি **মঙ্গলবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (বিকাল ৫টার পূর্বে)** দাখিল করতে হবে। ইএমডি জমা হওয়া সাপেক্ষে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের যোগ্যতা লিকুইডেটর দ্বারা **মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে (বিকাল ৫টার পূর্বে)** ঘোষণা করা হবে।
৮. **ipcamanishjain@gmail.com/liquidation.shradhaagencies@gmail.com/shradhaagencies.ip@gmail.com**-এ লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির পর ২৬.০৮.২০২৪ থেকে ২৩.০৯.২০২৪ পর্যন্ত সম্পদ/স্থান পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া হবে।
৯. ব্লক এ-এর অধীনে উল্লিখিত সম্পদের ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **সোমবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (বিকাল ৫টার পূর্বে)**।
১০. নির্ধারিত সময় এবং সংশোধন উপযুক্ত দরদাতাদের যথা সময়ে জানানো হবে।
১১. যেকোনো প্রশ্নের জন্য, নীচে দেওয়া বিশদ বিবরণে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।

মনীশ জৈন
IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
২বি, গ্রান্ট লেন, রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, বজরং কুঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১২
ipcamanishjain@gmail.com/liquidation.shradhaagencies@gmail.com/ shradhaagencies.ip@gmail.com
মোবাইল নং ৯৮৩০২৪৮৬৮৪/৮৫৮২৮০৬২২১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৪.০৮.২০২৪

মানাকসিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার: L74950WB1984PLC038336
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, মেজানাইন ফ্লোর, নর্থ-ওয়েস্ট কর্নার, কলকাতা-৭০০ ০০১
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com
ওয়েবসাইট: www.manaksia.com

৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, এজিএম-এর নোটিসে প্রদত্তমতো কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য কোম্পানির ৪০তম (চল্লিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") **১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বুধবার বেলা ১২.৩০টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস ("ওএভিএম") সুবিধার মাধ্যমে হবে, যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলসসমূহ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ তৎসহ পঠিত মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ("এমসিএ") কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০ এবং এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সার্কুলারগুলি, সর্বশেষ সার্কুলার নং ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং সেবি সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩ এবং অন্য সকল সার্কুলারগুলি এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে যদি কিছু থাকে (যৌথভাবে "সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখিত) অনুযায়ী এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত সাধারণ ভেনুতে সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২৪ -এর এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্ট ইলেকট্রনিকভাবে ২৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত। কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী। নোটিশ এবং আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.manaksia.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে যেমন, www.bseindia.com এবং www.nseindia.com। পূর্বোক্ত নথিগুলির প্রকৃত অনুলিপি, শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হচ্ছে না কারণ প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির মাধ্যমে প্রয়োজনীয়তা শিথিল করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি এনএসডিএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা) যেমন, www.evoting.nsdl.com।

যেসকল সদস্যরা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহনকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা (ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের সহ) নিবন্ধন করেননি, তাদের এজিএম আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদ্ধতিতে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সভার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য সদস্যদেরকে কোম্পানির বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (ইংরেজি) এবং একদিন (বাংলা) দ্বারা জারি করা ১৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের সংবাদপত্রের প্রকাশনা দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লিখিত বিজ্ঞাপনগুলি কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

৪০ তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত রেজোলিউশনগুলি দূরবর্তী ই-ভোটিং (এজিএমের স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে ভোট দেওয়ার সুবিধা) এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর নিয়ম তৎসহ পঠিত রুল ২০ কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪, সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর সাধারণ সভা এবং প্রবিধান ৪৪-এর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড- ২। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত হয়েছে ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। ই-ভোটিং সুবিধাটি এজিএম-এও পাওয়া যাবে এবং যেসকল সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করা থেকে নিষেধ করা হয়নি, তারা এজিএম-এ ভোট দিতে পারবেন।

যে সদস্যদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ **কাট অফ তারিখ বুধবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে** তারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এজিএম-এর নোটিশটি সেই অনুযায়ী বিবেচনা করা উচিত। যে ব্যক্তিরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হচ্ছেন কিন্তু কাট-অফ তারিখে বা তার আগে তারা এনএসডিএল-কে evoting@nsdl.com বা mdpldc@yahoo.com-এ রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যে এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত সদস্যরা অবশ্য এই উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং লিস্টিং রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪২ এর বিধান অনুসারে, **কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বৃহস্পতিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে বুধবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত)** কোম্পানির ৪০তম এজিএমের উদ্দেশ্যে।

দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সময়কাল সকাল ৯টায় শুরু হবে শনিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং শেষ হবে বিকেল ৫টায় মঙ্গলবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, তারপরে দূরবর্তী ই-ভোটিং এনএসডিএল দ্বারা ব্লক করা হবে। এছাড়াও, একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। যে সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন তবে আবার সভায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

সদস্যদের এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে, এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী, এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং/ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং বা ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে মিটিংয়ে যোগদান সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করুন শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, ম্যানেজারকে একটি অনুরোধ পাঠান evoting@nsdl.com এ।

বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতাকে একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ভোটিং যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ভোটের ফলাফল শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফলগুলি স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট www.manaksia.com এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে অবিলম্বে পাওয়া যাবে। এই জাতীয় ফলাফলগুলি কোম্পানির দ্বারা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই) -এর কাছেও পাঠানো হবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
মানাকসিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনাথ বান্ধব চক্রবর্তী
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৩.০৮.২০২৪

প্রয়াত নাট্যশিল্পী রথীন্দ্রনাথ ভান্ডারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: অমৃতলোকে যাত্রা করলেন নাট্য শিল্পী রথীন্দ্রনাথ ভান্ডারী। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। প্রিয় নাট্যদল ‘বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর’ অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন তিনি। নজর, বেহুলা লক্ষ্মীন্দর, বোগলো বায়েন, ধর্মমঙ্গল সহ বিভিন্ন নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। গত তিনদিন আগে জ্বর নিয়ে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, বৃহস্পতিবার সুস্থ হওয়ার পর পরিবার ও সহকর্মীরা হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে যান কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতেই হার্ট

অ্যাটাকে মারা যান তিনি। মৃত্যুদিন পর্যন্ত দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে দলের সঙ্গে মিশরে বেহুলা লক্ষ্মীন্দর পুতুল নাচ কেন্দ্রিক লোকনাটক মঞ্চস্থ করার কথাও ছিল তার। শুক্রবার তাঁর মরদেহ লাভপুর সংস্কৃতি ভবনে জনসাধারণের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য শায়িত করা হয়। সেখানেই শেষবারের মতো তাকে শ্রদ্ধা জানান সংস্কৃতি ও নাট্য প্রেমী মানুষজন। দুপুর দিকে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় উদ্ধারণপুরে। তাঁর মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে নাট্য জগতে।

তারাপীঠ মুণ্ডমালিনীতলায় ছোট বাবার আশ্রমে আনন্দ পাঠ শিশুশিক্ষা নিকেতনে ছাত্র-ছাত্রীদের সাপ্তাহিক জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার তথা রামপুরহাটের বিধায়ক আশিস বন্দোপাধ্যায়।

আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের কঠোর শাস্তি এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানিয়ে সিউড়ি চৈতালি মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ বিজেপির।

বাংলার বরেণ্য কবি কবিরুল ইসলামের ৯১ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হল বীরভূম সাহিত্য পরিষদ সভা কক্ষে। কবিরুল জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটির উদ্যোগে কবিতা ও গানে স্মরণ করে কবিকে শ্রদ্ধা জানালেন কবি চন্দন চট্টোপাধ্যায় ও রেহিনি চৌধুরী।

আরজি কর কাণ্ডে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানিয়ে পথে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র-ছাত্রী কর্মচারী সহ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

Saptagram Gram Panchayat
Mithapukur, Adcconagar, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tender has been invited from bonafied bidders for 9 nos. works published on **23.08.2024**. Last Date of Application: **04.09.2024** vide **NIT No.: SGP/ 277-285/2024-25, Date: 22.08.2024** & **Tender ID: 2024_ZPHD_738203_1, 2024_ZPHD_738229_1, 2024_ZPHD_738255_1, 2024_ZPHD_738269_1, 2024_ZPHD_738283_1, 2024_ZPHD_738326_1, 2024_ZPHD_738354_1, 2024_ZPHD_738523_1, 2024_ZPHD_738547_1.** For detailed information visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Saptagram Gram Panchayat

Shyamnagar Gram Panchayat
Shyamnagar, Joypur, Bankura
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are invited from bonafied resourceful contractor for execution of **1 no.** development work under **5TH SFC Fund** vide **e -Tender No. - NIET 09/ 2024-25/5TH SFC, Date: 22.08.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **23.08.2024 at 17.00 Hrs.** Bid Submission End Date (Online): **07.09.2024 up to 10.00 Hrs.** Technical Bid Opening Date: **09.09.2024 at 10.00 Hrs.** For details please visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP office.
Sd/-
Pradhan
Shyamnagar Gram Panchayat

NOTICE INVITING E-TENDER No. 04/2024-25, dated- 22.08.2024.
Vide Memo No. 015/004/03/04/416(14), dated-22.08.2024.
WBCADC Debra Project under P & RD Department, Govt. of West Bengal is inviting e-tender for the work of **Construction of Hanging Seed Bed for Seedling production at WBCADC Debra Project under RKVY Scheme during the year 2024-25 vide E-NIT No. 04/2024-25**, dated-22.08.2024. **Estimated Cost for the work :** ₹ 3,71,448.00. The intending tenderer will have to collect the Tender Documents within **10.09.2024 up to 6:30 P.M.** by downloading through website: **www.wbtenders.gov.in** using DSC and submit online through our e-Portal up to **6:30 P.M. on 10.09.2024.**
Sd/-
Deputy Project Officer, WBCADC Debra Project
Vill.-Dalapatipur, P.O.- Debra Bazar, Dist. - Paschim Medinipur

Bijur-II Gram Panchayat
Vill.- Jotram, P.O.- Satgachia, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting Tender
Sealed tender are invited from the all benefited agencies for execution of following works under BIJUR-II G.P. area. **1. Memo No.: 309/Bijur-II/2024, Tender No.: 04/2024-25.** Closing date and time of Bid Submission - **03/09/2024 up to 1.00 P.M.** Please see details at Gram Panchayat Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Bijur-II Gram Panchayat

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-14/24-25 dt. 23-08-2024
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-15/24-25 dt. 23-08-2024
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-16/24-25 dt. 23-08-2024
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-17/24-25 dt. 23-08-2024
E-tenders are invited by the Executive Engineer for supply of Tractor Miscellaneous Items & Roof Top Off Grid Solar System, at any block of any District of West Bengal at any District of West Bengal from Bonafied Manufacturers/ Dealers/ Distributors/ Vendors/ Agency/ Contractrors fulfilling eligibility criteria.
Bid Documents will be available from **https://wbtenders.gov.in**
Last Date for Submission: 06/09/2024 at 15:00 hrs.

Tender Notice
Prodhan, IchhapurNilgunj Gram Panchayet invites E-tender. Details are available at : **www.wbtenders.gov.in.e-NITNo 02/INGP/15TH CFC-Tied/2024-25,03/INGP/BEUP/2024-25, 01/ INGP/15TH CFC-Untied(2nd call)/2024-25 Dated-23-08-2024.** Last date of submission of bid mentioned in each separate notice, in any further query, may contact in the office hours of the undersigned office.
S/D Prodhan,
Ichhapur Nilgunj
Gram Panchayet

Press Notice
E-Tenders are hereby invited for execution of 10 nos. NRM schemes (Plantation) under PMKSY WDC 2.0 at Punch Block Vide **NIT-01/ PMKSY-WDC2.0/08/PUNCHA-NRM/2024-25, in the district of Purulia.** For details, please visit www.wbtenders.gov.in. Last date for submitting online bid on **-04-09--2024. (06:55 p.m.)**
Memo No. 147/PIA WDC2.0/ 08/2021-22
Sd/-
Assistant Director of Agriculture, Puncha Block & PIA, Kumari & Chaka Deorang WS

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites e tender vide reference **no:- WBMAD/CM/ELEC/NIT-2 (2nd Call)/2024-25 & Tender Id:-2024_MAD_738364_1** for supplying of LED Flood Light. For further information please visit www.wbtenders.gov.in

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ইএলইজি/ওটি/ই-টেন্ডার নোটিশ/৪০৯/২০২৪-২৫ তারিখ ২১.০৮.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল)/পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং.৪২, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র.নং. ১, টেন্ডার নং ইএলইজি/ওটি-১১৩০-২০২৪-২৫ ঃ কাজের বিবরণঃ** ০৩ (তিন) বছরের জন্য বি.আর.সিং. হাসপাতালে ৪ (চার)টি (ব্লু স্টার নির্মিত) মৃতদেহ রাখার ক্যাবিনেট-এর জন্য ০২ (দুই) টি পিইউএফ প্যানেল করা মর্চুয়ারি চেম্বার (মর্চুয়ারি ক্যাবিনেট)-এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,২৭,১০৩.৮৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪,৬০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস। **ক্র.নং. ২, টেন্ডার নং ইএলইজি/ওটি-১১৩৪-২০২৪-২৫ ঃ কাজের বিবরণঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে বিভিন্ন গুডস শেড যথা কোমাগাতামারু বজবজ, বনগাঁ জংশন, সারগাছি, কৃষ্ণনগর সিটি জংশন, নৈহাটি জং এবং কাশিমবাজার প্রভৃতিতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর প্রস্তাব। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৭,৩৪,৫১২.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫৪,৭০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** উভয়ক্ষেত্রে ০.০০ টাকা। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখঃ** ২১.০৮.২০২৪। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ০৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ২৮.০৮.২০২৪। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। (SDAH-161/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

E-TENDER NOTICE
LABPUR DEVELOPMENT BLOCK
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 01/BDO/2024-25
E-Tenders are invited for 1 no civil work. Bid sybmission start-**23-08-2024, Ends-30-08-2024** For more details please visit www.wbtenders.gov.in or office notice board.
Sd/-
Block Development Officer
Labpur Development Block

Dignagar-1 Gram Panchayat
Ausgram-1 Panchayat Samity
Dignagar, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender ID- 2024_ZPHD_738672_1 to 2
Bid Submission Start Dt. (Online) : **23/08/2024 From 6:00 PM onwards.** Bid Submission Closing Dt. (Online) : **30/08/2024 up to 11:00 AM.** For viewing Tender: www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan
Dignagar-1 Gram Panchayat

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
E-AUCTION NOTICE
Memo. No. 1431/RM
Date – 23.08.2024
Auction Title : WBMAD/ULB/RM/Nis-A-1a/2024-25
Auction ID : 2024_WB_3961
Name of the work: i) One (01) no. Standing and living Mahogany Tree. Last Date Of Submission : 09.09.2024. Interesting bidders may download auction documents and all other Terms and Conditions from the website https://eauction.gov.in
S/D Chairman,
Ranaghat Municipality

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR
e-Quotation has been invited for:- **NIQ No.612/PWD(BMC) dt.20/08/2024** of Tender ID: **2024_MAD_738619_1** for “Engagement of agency for Demolition of Masonry Construction of FB Market under BMC. **Last date of Bid submission: 03/09/2024 up to 15:00 Hrs. Bid opening date: 05/09/2024 after 15:30 Hrs.** Corrigendum, if any will be published in website & office Notice Board only. For details, please follow **www.wbtenders.gov.in**, office website **(bmcwbgov.in)** & office notice board.
Sd/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Municipal Corporation

NOTICE INVITING TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/21/2024-25 Dated 21.08.2024	Repairing & Renovation of Dwarir Road From Chowrasi Dharma tala More to Panchayet Border At Ward No - 23, 24 & 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. [illegible]

Bid Submission end date 09.09.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/21/2024-25 Dated 23.08.2024	Construction of Blacktop Road From Behind Rajpur Burning Ghat to Dwarir Road via Govt. Colony School & Bahir Math in Ward No.-25 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 9,73,311.00

Bid Submission end date: 02.09.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wblenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

WRI&DD, e-NIT
On behalf of the Governor of West Bengal, the Executive Engineer (A-I), Burdwan (A-I) Division, Purta Bhaban 2nd Floor, Burdwan-713103, Dist.- Purba Bardhaman invite 01 (one) no. e-NIT No. WRDD/BDNAID/01/2024-25, 2nd call consisting of 01 (one) no. group in e-Tender from the experienced and bonafide resourceful agencies for Lifting & Re-lowering of pump motor set in different MI schemes at Kalna-I (A-I) Sub-Division under Burdwan (A-I) Division under Maintenance fund. Last Date of Online submission : 28.08.2024 up to 12.00 Noon. Details may be seen in the website **http://wbtender.gov.in** & office Notice Board.
Sd/-
Executive Engineer (A-I)
Burdwan (A-I) Division

NARRAH GRAM PANCHAYAT
VILL. & P.O. Narrah, Bankura
Notice Inviting e-Tender
The, Pradhan, Narrah GP under Bankura-II Panchayat Samity invites e-Tender for development work vide **NIT No.-005/E/NGP/2024-2025 (Sl. No. 01), Date : 22.08.2024.** Bid Submission Start Date : **23.08.2024 at 17.00 Hrs.** Bid Submission End Date : **30.08.2024 up to 17.00 Hrs.** Bid Opening Date : **02.09.2024 at 10.30 Hrs.** For Details Please Visit website http://wbtenders.gov.in
Sd/-Pradhan
Narrah Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
নং. সিওএম/ই-অকশন/এটিএম/পিটি.১ তারিখ ঃ ২১.০৮.২০২৪।
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম) সমূহ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদ জানতে এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের **ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। ক্যাটালগ নং. ঃ** এটিএম-এইচডব্লুএইচ-৩। **শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা । **লট নং./বিভাগ, বিবরণ, স্টেশনের নাম** নিম্নরূপ ঃ **১. লট নং./বিভাগ ঃ** এটিএম-এইচডব্লুএইচ-পিডিএ-জিইএন-৯৯-২৪-১ (এটিএম-সাধারণ)। **বিবরণ ঃ** পাণ্ডুয়া রেল স্টেশনে এটিএম-II বসানো ও পরিচালনার কাজ। **স্টেশনের নাম ঃ** পাণ্ডুয়া। **২. লট নং./বিভাগ ঃ** এটিএম-এইচডব্লু-এএমবিজি-জিইএন-৯৭-২৪-১) (এটিএম - সাধারণ)। **বিবরণ ঃ** আরামবাগ রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম বসানো ও পরিচালনার কাজ। **স্টেশনের নাম ঃ** আরামবাগ। **৩. লট নং./বিভাগ ঃ** এটিএম-এইচডব্লুএইচ-পিডিএ-জিইএন-৯৮-২৪-১ (এটিএম - সাধারণ)। **বিবরণ ঃ** পাণ্ডুয়া রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম-I বসানো ও পরিচালনার কাজ। **স্টেশনের নাম ঃ** পাণ্ডুয়া। (HWH-238/2024-25)
ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — এলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার ০৫.০৬.২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, ঋণগ্রহীতা- **(১) মেসার্স ওয়েলফেয়ার মেডিক্যাল সিস্টেমস (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- শ্রী পিনাকি সাহা রায়,** ঠিকানা- ৯৪, ডাঃ বি.আর. আম্বেদকর রোড, নতুনপাড়া, গড়িয়া, থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ০৮৪, **(২) শ্রী পিনাকী সাহা রায় (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- শ্রী গুণধর সাহা রায়, ঠিকানা- ৯৪, ডাঃ বি.আর. আম্বেদকর রোড, নতুনপাড়া, গড়িয়া, থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ০৮৪, **(৩) শ্রী গুণধর সাহা রায় (জামিনদার/বন্ধকদাতা),** পিতা- শ্রী যোগেন্দ্র নাথ সাহা রায়, ঠিকানা- ৯৪, ডাঃ বি.আর. আম্বেদকর রোড, নতুনপাড়া, গড়িয়া, থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ০৮৪, **(৪) শ্রীমতী মমতা সাহা রায় (জামিনদার/ বন্ধকদাতা),** স্বামী- শ্রী গুণধর সাহা রায়, ঠিকানা- ৯৪, ডাঃ বি.আর. আম্বেদকর রোড, নতুনপাড়া, গড়িয়া, থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ০৮৪, **(৫) শ্রীমতী কৃষ্ণ সাহা রায় (জামিনদার),** স্বামী- শ্রী পিনাকী সাহা রায়, ঠিকানা- ৯৪, ডাঃ বি.আর. আম্বেদকর রোড, নতুনপাড়া, গড়িয়া, থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ০৮৪, আমাদের তেঁতুলবেড়িয়া শাখায় যাদের লোন অ্যাকাউন্ট আছে - কে **৫২,২৯,৯৬৬.০০ টাকা** (বাহান্ন লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার নয়শো ছেষট্টি টাকা মাত্র) ০৫.০৬.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি **২৩ অগাস্ট,২০২৪ তারিখে** দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **৫২,২৯,৯৬৬.০০ টাকা** (বাহান্ন লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার নয়শো ছেষট্টি টাকা মাত্র) ০৫.০৬.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
“আমরা সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্তকরার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।”

-: স্থাবর সম্পত্তি/সমূহের বিবরণ :-
সম্পত্তি ১ : জমির পশ্চিম পাশে ৯৫৭ বর্গফুট পরিমাপের একতলা বিল্ডিং সহ ২ (দুই) কাঠা ১৫ (পনের) ছটাক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল -(শ্রী গুণধর সাহা রায়কে দান করার পর ২০১৭ সালের গিফট ডিড নং ১৬২৯০৩৩৭২ এর মাধ্যমে ৫ কাঠা ১০ ছটাক ৩৯ (উনচল্লিশ) বর্গফুট মধ্যে ২ কাঠা ১১ ছটাক পরিমাপের জমি) যার মৌজা- কন্দর্পপুর, জেএল নং ৪৯, তৌজি নং ৩৮০, আরএস দাগ নং ৮১ (পি), এলআর দাগ নং ৯৩(পি), আরএস খতিয়ান নং ২৮৫, এলআর খতিয়ান নং ২০৯৭, রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার অধিক্ষেত্রের অধীনে, থানা - সোনারপুর, এডিএসআরও -আলিপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ , দলিল নং ১৯৭৫ সালের ১৮৪৫, **মমতা সাহা রায়ের নামে**, স্বামী- গুণধর সাহা রায়। **সীমানা:** উত্তরে -১২’-০” প্রশস্ত রাস্তা, দক্ষিণে - গুণধর সাহা রায়ের সম্পত্তি, পূর্বে- ১২’-০” প্রশস্ত রাস্তা, পশ্চিমে - একই আরএস দাগ নং ৮১(পি) এর প্লট)।
সম্পত্তি ২: প্রায় ২ (দুই) কাঠা ১১ (এগার) ছটাক ০০ (শূন্য) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা - কন্দর্পপুর বোয়ালিয়া, জেএল নং ৪৯, তৌজি নং ৩৮০ আর.এস. দাগ নং ৮১(পি), সংশ্লিষ্ট এলআর দাগ নং ৯৩(পি), আরএস খতিয়ান নং ২৮৫ এর অধীনে সংশ্লিষ্ট এলআর খতিয়ান নং ২০৯৭ এবং রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৬, হোল্ডিং নং ৫১৬, থানা - সোনারপুর, জেলা সাব-রেজিস্ট্রার - আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার - গড়িয়া, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ২০১৭ সালের উপহারের দলিল নং ১৬২৯০৩৩৭২, **গুণধর সাহা রায় -এর নাম**, পিতা-যোগনেন্দ্র নাথ সাহা রায়। **সীমানা:** উত্তর- ১২’-০” প্রশস্ত রোড, দক্ষিণে - একই আরএস দাগ নং ৮১(পি), পূর্ব- ১২’-০” প্রশস্ত রোড, পশ্চিমে - একই আরএস- প্লট এর দাগ নং ৮১(পি)।

তারিখ: ২৩.০৮.২০২৪
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — এলাহাবাদ ALLAHABAD
আসানসোল প্রধান শাখা
৩৫৭ এবং ৩৫৮, জি.টি. রোড, আসানসোল
জেলা- পশ্চিম বর্ধমান (পঃবঃ) পিন - ৭১৩ ৩০১
ই-মেইল : a659@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা (গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি (গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতিকী দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অ্যাপকার গার্ডেন শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **২৬.০৯.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আসানসোল প্রধান শাখা(সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর বকেয়া ৫,৫৫,২১,৯১০.০০ (পাঁচ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ একুশ হাজার নয়শো দশ টাকা মাত্র) **১৮.০৭.২০২৪** অনুযায়ী আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর রচ পুনরুদ্ধারের জন্য **“যেখানে যেমন আছে”, “যা আছে তা আছে”** এবং **“সেখানে যা কিছু আছে” ভিত্তিতে মেসার্স সুশান্ত চক্রবর্তী, স্বত্বাধিকারী: শ্রী সুশান্ত চক্রবর্তী**
গ্রাম- কুলথোরা, পোস্ট- সীতারামপুর, থানা - কুলটি, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৩৫৯ এর থেকে ।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে-

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি সমূহের বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) দখলের ধরন
১.	ক) **মেসার্স সুশান্ত চক্রবর্তী, স্বত্বাধিকারী: শ্রী সুশান্ত চক্রবর্তী** গ্রাম- কুলথোরা, পোস্ট- সীতারামপুর, থানা-কুলটি, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩ ৩৫৯ খ) **আসানসোল প্রধান শাখা**	**সম্পত্তি ১ :** বর্ধমান জেলায়, থানা কুলটি, মহকুমা ও অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস, আসানসোল, কুলটি পৌরসভার সীমার অধীনে, কুলতোরা মৌজার মধ্যে ওয়ার্ড নং ০২, জেএল নং ২১ তে ১২ (বার) ডেসিমেলপরিমাপের জমি এলআর প্লট নং ৫০৩ (পাঁচশত তিন) এর অধীনে গঠিত। খতিয়ান নং ৩৩ এবং একটি একতলা পাকা বিল্ডিং সহ যার পরিমাপ কভার এলাকা ১৫১৮.৫২ বর্গফুট। (পনের শত আঠারো পয়েন্ট পাঁচ দুই বর্গফুট) সীমানা প্রাচীর সহ সমস্ত ফিটিং, ফিক্সচার, বৈদ্যুতিক ফিটিং, সংযোগ ইত্যাদি সহ এবং এর সাথে সংযুক্ত সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার সহ, ২০১৩ সালের উপহারের দলিল নং ১১০৬২, **শ্রী সুশান্ত চক্রবর্তীর পক্ষে,** পিতা- শ্রী গণেশ চক্রবর্তী এডিএসআর আসানসোল এর অফিসে নিবন্ধিত। **সম্পত্তি ২:** বর্ধমান জেলায়, থানা কুলটি, মহকুমা ও অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস , আসানসোল, মৌজা নিয়ামতপুরের মধ্যে, জেএল নং ৫২, কুলটি পৌরসভার সীমার অধীনে, ওয়ার্ড নং ০২, মোট ২৩ (২৩) ডেসিমেলে পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা আরএস ও এলআর প্লট নং ১১১/১০৬৭ এবং ১১২ এর অধীনে খতিয়ান নং ৯৮৯,২৫৪, ১১৩২ এবং ১১২২, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৬৪৩ যার উপর একটি বহুতল (জি+৫ তলা) বিল্ডিং রয়েছে যার নাম ‘বৈশাখী অ্যাপার্টমেন্ট’ নামে পরিচিত এবং প্রতিটি তলায় বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট এবং নিচতলায় পার্কিং স্পেস/দোকান রয়েছে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- সদানন্দ শ-এর জমি সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণে- তরুণ চক্রবর্তীর সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে - গ্রামের রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে- চিত্তরঞ্জন রোড দ্বারা। **উপরে উল্লেখিত তফসিল ‘বি’:** উপরোক্ত জেলা মৌজা, থানা ইত্যাদি মধ্যে, ‘এ’ শিডিউল অ্যাপার্টমেন্টের ৪র্থ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং এইচ-৪ আবাসিক ফ্ল্যাট যার এলাকার পরিমাপ ৮৩১ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এলাকা (দশ শত আটত্রিশ) বর্গফুট যার আছে ২ (দুই) বেড রুম, ১ ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, ১ (এক) টয়লেট, ২ (দুই) বারান্দা সহ সমস্ত জিনিসপত্র, ফিক্সচার, বৈদ্যুতিক ফিটিংস ইত্যাদি সহ এবং ‘ক’ তফসিল জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার বা আগ্রহ সহ ২০১৭ সালের উপহারের দলিল নং ২২৪০০৬৬৭, **শ্রী সুশান্ত চক্রবর্তীর পক্ষে,** পিতা- শ্রী গণেশ চক্রবর্তী, এ.ডি.এস.আর. অফিস, কুলটি, বর্ধমান তে নিবন্ধিত। **সম্পত্তি ৩ :** বর্ধমান জেলায় বর্তমানে পশ্চিম বর্ধমান, থানা- কুলটি, চৌকি আসানসোল, এ.ডি.এস.আর. অফিস- আসানসোল, নেয়ামতপুর মৌজার মধ্যে, জেএল নং ৫২, কুলটি পৌরসভা/আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার অধীনে মোট ২৩ (২৩) ডেসিমেলে পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আরএস ও এলআর প্লট নং ১১১/১০৬৭ এবং ১১২ এর অধীনে খতিয়ান নং ৯৮৯,২৫৪, ১১৩২ এবং ১১২২, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৬৪৩ যার উপর একটি বহুতল (জি+৫ তলা) বিল্ডিং রয়েছে যার নাম ‘বৈশাখী অ্যাপার্টমেন্ট’ নামে পরিচিত এবং প্রতিটি তলায় বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট এবং নিচতলায় পার্কিং স্পেস/দোকান রয়েছে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- সদানন্দ শ’-এর জমি সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণে- তরুণ চক্রবর্তীর সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে গ্রামের রাস্তা, পশ্চিমে - চিত্তরঞ্জন রোডের দ্বারা। **উপরে উল্লেখিত তফসিল ‘বি’ :** উপরোক্ত জেলা মৌজা, থানা প্রভৃতির মধ্যে,। স্বয়ংসম্বলিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং এ-২ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ‘এ’ শিডিউল অ্যাপার্টমেন্টের ২য় ফ্লোরে সুপার বিল্ট আপ এলাকা ১১৪০ (এগার শত চল্লিশ) বর্গফুট যার আছে ৩ (তিন) বেড রুম, ১ (এক) ডাইনিং কাম ড্রয়িং, ১ (এক) রান্নাঘর, ১ সংযুক্ত টয়লেট, ২ বারান্দা, বৈদ্যুতিক ফিটিংস ইত্যাদির সাথে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার বা আগ্রহ ‘ক’ শিডিউলের জমির, ২০১৮ সালের উপহার দলিল নং ২২৪০৩৯৪০, **শ্রী সুশান্ত চক্রবর্তীর পক্ষে,** পিতা- শ্রী গণেশ চক্রবর্তী এ.ডি.এস.আর. অফিস, কুলটি, বর্ধমান তে নিবন্ধিত। **সম্পত্তি ৪ :** বর্ধমান জেলায় বর্তমান পশ্চিম বর্ধমানে, থানা- কুলটি, মহকুমা- আসানসোল, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস- কুলটি, মৌজা - নিয়ামতপুরের মধ্যে, জেএল নং ৫২ কুলটি পৌরসভা/আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে ১৫ (পনের) ডেসিমেলপরিমাপের বসতবাড়ির জমির সকল যা আরএস ও এল.আর. প্লট নং ১১৯ (একশত উনিশ) অধীনে খতিয়ান নং ৯১৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১৯১৬ এবং ১৯১৫ সেইসঙ্গে একটি বহুতল (বেসমেন্ট+জি + ৫ তলা) বাণিজ্যিক তথা আবাসিক ভবন/অ্যাপার্টমেন্ট যার নাম ‘ডিজায়ার প্লাজা’ নামে পরিচিত যার প্রতিটি তলায় বিভিন্ন ফ্ল্যাট এবং দোকান/অফিস রয়েছে। নিচতলায়/বেসমেন্ট মেঝেতে, পার্কিং, স্থান, গ্যারেজ ইত্যাদি আছে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- প্লট নং ১১৬ এর জমি দ্বারা, দক্ষিণে- ১১৯ নং প্লটের জমি দ্বারা, পূর্বে- চিত্তরঞ্জন রোড দ্বারা, পশ্চিমে - ইসকো রেল লাইন দ্বারা। **উপরে উল্লেখিত তফসিল ‘বি’ :** একই জেলা মৌজা, থানা ইত্যাদির মধ্যে, ‘এ’ শিডিউলের দ্বিতীয় ফ্লোরে আবাসিক ফ্ল্যাটটি নং ২০৪ (মার্বেল ফ্লোর) ৯৭৫ বর্গফুট পরিমাপের অ্যাপার্টমেন্ট এবং সুপার বিল্ট আপ এলাকা ১৩০০ (তেরো শত) বর্গফুট যার আছে ৩ (তিন) বেড রুম, ১ (এক) ডাইনিং কাম ড্রয়িং, ১ (এক) রান্নাঘর, ২ (দুই) টয়লেট/বাথরুম, ২ (দুই) বারান্দা সহ সমস্ত জিনিসপত্র, ফিক্সচার, সংযোগ ইত্যাদি সহ এবং ১২০ বর্গফুট এলাকা পরিমাপের বেসমেন্ট মেঝেতে একটি চার চাকার পার্কিং নিয়ে গঠিত। **শ্রী সুশান্ত চক্রবর্তীর,** অনুকূলে পিতা- সুদ। শ্রী গণেশ চক্রবর্তী, ২০১৮ সালের উপহার দলিল নং ২২৪০৩৯৭৮ সেইসঙ্গে ‘এ’ তফসিল জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার বা আগ্রহ এডিএসআর বর্ধমানের অফিসে নিবন্ধিত। **সম্পত্তি ৫ :** পশ্চিম বর্ধমান জেলার মধ্যে, থানা কুলটি, সাব ডিভিশন- আসানসোল, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস কুলটি, মৌজা- কুলতোরা, জেএল নং ২১, কুলটি পৌরসভা/আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, আরএস, এলআর- প্লট নং ৪৯৫ (চারশত পঁচানব্বই), এ গঠিত শ্রেণী বেইদ, আরএস-ও এলআর খতিয়ান নং ১৮২, পরিমাপ ০২ (দুই) কাঠা ১২ (বার) ছটাক জমি এবং এর সাথে সংযুক্ত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা, সুবিধার অধিকার ইত্যাদি এতদ্বারা উপহার দলিল দ্বারা দেওয়া হয়েছে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর-মোঃ হালিমের সম্পত্তি, দক্ষিণে-মোঃ হালিমের সম্পত্তি, পূর্বে-দাতার সম্পত্তি, পশ্চিমে-মোঃ হালিমের সম্পত্তি, উপহারের দলিল নং ২২৪০৩২৫৩ সাল- ২০১৮ সাল, **শ্রী সুশান্ত চক্রবর্তীর পক্ষে,** পিতা- শ্রী গণেশ চক্রবর্তী এডিএসআর অফিস- কুলটি, বর্ধমান এ নিবন্ধিত।	৫,৫৫,২১,৯১০.০০ টাকা (পাঁচ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ একুশ হাজার নয়শো দশ টাকা মাত্র) **১৮.০৭.২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**সম্পত্তি ১ :** ক) ৪৬,০৬,০০০.০০ টাকা (*) (ছেচল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার টাকা মাত্র) খ) ৪,৬০,৬০০.০০ টাকা (চার লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) গ) ৪০,০০০.০০ টাকা (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50178670481A ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল **সম্পত্তি ২ :** ক) ২১,৫৪,০০০.০০ টাকা (*) (একুশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা মাত্র) খ) ২,১৫,৪০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ পনের হাজার চারশো টাকা মাত্র) গ) ৪০,০০০.০০ টাকা (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50178670481B ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল **সম্পত্তি ৩ :** ক) ৩৩,৪৭,০০০.০০ টাকা (*) (তেত্রিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ৩,৩৪,৭০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ চৌত্রিশ হাজার সাতশত টাকা মাত্র) গ) ৪০,০০০.০০ টাকা (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50178670481C ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল **সম্পত্তি ৪ :** ক) ৩০,৮৯,০০০.০০ টাকা (*) (ত্রিশ লক্ষ উননব্বই হাজার টাকা মাত্র) খ) ৩,০৮,৯০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ আট হাজার নয়শো টাকা মাত্র) গ) ৪০,০০০.০০ টাকা (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50178670481D ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল **সম্পত্তি ৫ :** ক) ১২,২৩,০০০.০০ টাকা (*) (বারো লক্ষ তেইশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ১,২২,৩০০.০০ টাকা (এক লক্ষ বাইশ হাজার তিনশত টাকা মাত্র) গ) ৪০,০০০.০০ টাকা (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50178670481E ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

সম্পত্তি আইডি জন্য IDIB50178670481A এর জন্য কিউ আর কোড :
ই-অকশন ওয়েবসাইট ডকুমেন্ট সম্পত্তির অবস্থান সম্পত্তির ছবি

সম্পত্তি আইডি জন্য IDIB50178670481B এর জন্য কিউ আর কোড :
ই-অকশন ওয়েবসাইট ডকুমেন্ট সম্পত্তির অবস্থান সম্পত্তির ছবি

সম্পত্তি আইডি জন্য IDIB50178670481C এর জন্য কিউ আর কোড :
ই-অকশন ওয়েবসাইট ডকুমেন্ট সম্পত্তির অবস্থান সম্পত্তির ছবি

সম্পত্তি আইডি জন্য IDIB50178670481D এর জন্য কিউ আর কোড :
ই-অকশন ওয়েবসাইট ডকুমেন্ট সম্পত্তির অবস্থান সম্পত্তির ছবি

সম্পত্তি আইডি জন্য IDIB50178670481E এর জন্য কিউ আর কোড :
ই-অকশন ওয়েবসাইট ডকুমেন্ট সম্পত্তির অবস্থান সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : প্রশান্ত কুমার ত্রিপাঠী (অনুমোদিত অফিসার এবং বি.এম), মো. নং : ৯৯৩৫৫০৮৩৭৪
(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

পরিদর্শনের তারিখ: ১৬.০৯.২০২৪ থেকে ২৪.০৯.২০২৪ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টার মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: ২৬.০৯.২০২৪ সকাল ১০.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৭.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্লাটফর্ম https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০,** ইমেইল আইডি- **support.ebkray@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে : **support.ebkray@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://www.ebkray.in**
এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০** এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের **https://www.ebkray.in** ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) - এর ও প্রতি

তারিখ: ২২.০৮.২০২৪
স্থান: আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

টাইব্রেকারে পঞ্জাবকে হারিয়ে ডুরান্ড সেমি ফাইনালে বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটি-দু'টি নয়, ছ'-ছ'টি গোল। শুক্রবার জামশেদপুরে মোহনবাগান বনাম পঞ্জাব ম্যাচ এতটাই নাটকীয়তায় ভরা থাকল। গোল, পাল্টা গোলের শেষে জয়ী মোহনবাগান। টাইব্রেকারে ৬-৫ জিতল তারা। ৯০ মিনিটে খেলার ফলাফল ছিল ৩-৩। ডুরান্ড কাপে অতিরিক্ত সময় নেই। ফলে ম্যাচ সরাসরি গড়াল টাইব্রেকারে। সেখানে মোহনবাগান জিতল বিশাল কায়েথের সৌজন্যে। নির্ধারিত সময়ে মোহনবাগানের হয়ে গোল করেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট, মনবীর সিংহ এবং জেসন কামিংস।

টাইব্রেকারের প্রথম দিকে পর পর ভুল দিকে ঝাঁপাচ্ছিলেন মোহনবাগানের গোলকিপার বিশাল। কিন্তু শেষ দু'টি শট বাঁচালেন তিনি। তাতেই ম্যাচ জিতল মোহনবাগান। প্রথম শট পোস্টে মারেন কামিংস। গোল করেন পঞ্জাবের বিনীত। এর পর মোহনবাগানের হয়ে পর পর গোল করেন মনবীর, লিস্টন, দিমিত্রি, স্টুয়ার্ট, শুভাশিস বসু এবং টম অলড্রেড। পঞ্জাবের ইভান এবং ধনচন্দ্রের শট বাঁচিয়ে দেন বিশাল।

পঞ্জাবকে হালকা ভাবে নিয়েছিলেন কি না জানা নেই। তবে হোসে মোলিনা প্রথম একাদশে রাখে ননি দিমিত্রি পেত্রাতোস, মনবীর সিংহ এবং জেসন কামিংসকে। সামনে সুহেল ভাটের সঙ্গে রেখে ছিলেন গ্রেগ স্টুয়ার্টকে। ছিলেন দীপেন্দু বিশ্বাসও। ৩-৪-৩ ছকে নেমেছিল মোহনবাগান। শুরু থেকে পঞ্জাবের ফুটবলারদের নিজেদের অর্ধে টেনে আনার চেষ্টা করছিল মোহনবাগান। লক্ষ্য ছিল প্রতি আক্রমণে গোল করার।

সেই কৌশল কাজে লাগেনি। পঞ্জাবের রক্ষণ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। ১০ মিনিটের মাথায় স্টুয়ার্টের ফ্রিকিক থেকে আলবের্তো রদ্রিগেসের হেড বাইরে যায়। মোহনবাগান চেষ্টা করছিল লম্বা বলে খেলার। উইং ধরে আক্রমণের চেষ্টাও চলছিল। তবে খেলার বিপরীতে পেনাল্টি পায় পঞ্জাব। লুকা মাজসেনের পাস পেয়ে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন বিনীত রাই। তাঁকে ফাউল করেন আলবের্তো। পেনাল্টি থেকে পঞ্জাবকে এগিয়ে দেন লুকা।

গোল শোধের মরিয়া চেষ্টা করতে থাকে মোহনবাগান। লিস্টন কোলাসোর একটি শট বাইরে যায়। এর পর লিস্টন, সাহালের পা ঘুরে একটি প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। বাঁ দিক থেকে লিস্টন ভাল খেলছিলেন। তাঁর জন্যেই প্রথমার্ধে আগে গোল শোধ করে মোহনবাগান। বাঁ দিক থেকে ঢুকে নিখুঁত পাস বাড়িয়েছিলেন স্টুয়ার্টকে। স্টুয়ার্টে গোলমুখী শটে জোর না থাকলেও সুহেলের পায়ে লেগে গোলে ঢুকে যায়।

বিরতির পর একসঙ্গে তিন বদল করেন মোলিনা। রক্ষণ জমাট করতে নামান শুভাশিস বসুকে। আক্রমণে নামান কামিংস এবং মনবীরকে। ফল মেলে হাতেনাতে। দ্বিতীয়ার্ধের তিন মিনিটের মধ্যে গোল করেন মনবীর। সাহালের পাস থেকে পঞ্জাবের বক্সে ঢুকে গোলকিপারের ডান দিক দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন।

দ্বিতীয়ার্ধে নামার পর থেকেই পঞ্জাবের এজকিয়েল ভিদাল ভাল খেলছিলেন। তাঁর সৌজন্যেই সমতা ফেরায় পঞ্জাব। ৬৩ মিনিটের মাথায় তিনি ফিলিপকে পাস দেন। বক্সের ঠিক সামনে থেকে জোরালো শটে গোল করেন ফিলিপ।

আট মিনিটের মধ্যে মোহনবাগানের রক্ষণের দোষে এগিয়ে যায় পঞ্জাব। ডান দিক থেকে ফিলিপ বল নিয়ে ঢুকে এসে পাস দেন বাঁ দিকে অরক্ষিত থাকা ভিদালকে। বল রিসিভ করে আশিস রাইকে কাটিয়ে বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে গোল করেন ভিদাল।

নাটক তখনও শেষ হয়নি। মোহনবাগান সমতা ফেরায় ৭৯ মিনিটে। বাঁ দিক থেকে একটি ক্রস দ্বিতীয় পোস্টে হেডে কামিংসের উদ্দেশে নামিয়ে দেন মনবীর। সেই বল বুকে রিসিভ করে বাঁ পায়ের শটে গোল করেন কামিংস।

'ভাইয়েরা, বড় ভুল হয়ে গেছে', ধোনিকে না নেওয়ার পর কার্তিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিজের বেছে নেওয়া একটি একাদশে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে না নিয়ে বড় ভুল করে ফেলেছেন, এমন জানিয়েছেন দীনেশ কার্তিক। ভারতের যেকোনো একাদশেই ধোনি শুধু দলে থাকবেন না, অধিনায়ক হিসেবেই থাকবেন বলে মনে করিয়ে দিয়েছেন কার্তিক।

সম্প্রতি ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের এক ভিডিও অনুষ্ঠানে সব সংস্করণ মিলিয়ে ভারতের সেরা একাদশ বেছে নেন কার্তিক। সেটি ছিল এমন;বীরেন্দর শেবাগ, রোহিত শর্মা, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন টেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি, যুবরাজ সিং, রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, অনিল কুম্বলে, যশপ্রীত বুমরা ও জহির খান। দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে কার্তিকের পছন্দ ছিল হরভজন সিং।

এই একাদশে ধোনির নাম না দেখে অবাক হন অনেকেই। একসময় ভারতের উইকেট কিপিংয়ের দায়িত্ব পালন করা দ্রাবিড়কে এ ভূমিকায় বেছেছেন কার্তিক, সেটিও ধরে নেন কেউ কেউ। তবে ঘটনা যে তা নয়, সেটি পরে পরিষ্কার করেন কার্তিক।

ক্রিকবাজের নতুন এক ভিডিওতে এক প্রশ্নের জবাবে কার্তিক বলেছেন, 'ভাইয়েরা, বড় একটা ভুল হয়ে গেছে। সত্যিকার অর্থেই একটা ভুল ছিল। এপিসোডটা প্রকাশ হওয়ার পর আসলে মাথায় এসেছে।'

ভারতের হয়ে প্রায় ১৮ বছর ধরে ১৮০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা এ উইকেটকিপার বলেছেন, 'বিশ্বাস করতে পারেন, উইকেটকিপার হয়েও একজন উইকেটকিপারকে নিতে ভুলে গেছি? বড় একটা ভুল আসলে।'

ধোনিকে 'সর্বকালের অন্যতম সেরা' উল্লেখ করে কার্তিক বলেছেন, আবার সুযোগ থাকলে ৭ নম্বরে ধোনি হবেন তাঁর 'স্বয়ংক্রিয় পছন্দ'। অবশ্য ঠিক কার জায়গায় ধোনিকে নিতেন, সেটি উল্লেখ করেননি তিনি।

খেলার সঙ্গে ধারাভাষ্যও চালিয়ে যাওয়া কার্তিক গত জুনে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তবে এরপর অবসর ভেঙে আবার সামনের এসএ২০-তে খেলার ঘোষণা দেন তিনি। আইপিএলের আগামী দুই মৌসুম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পরামর্শক ও ব্যাটিং কোচ হিসেবেও কাজ করার কথা আছে তাঁর।

টাকা বেশি পেলে আত্মজীবনীতে অভিনয় করবেন রাহুল দ্রাবিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটা সময়ে তিনি ছিলেন ভারতের বিশ্বাত ব্যাটিং লাইনআপের মেরুদণ্ড। দলের অন্য ব্যাটসম্যানরা যখন ব্যর্থ, রাহুল দ্রাবিড় দাঁড়িয়ে যেতেন দেয়াল হয়ে। এ কারণে পেয়ে গিয়েছিলেন 'দ্য ওয়াল' ডাকনাম।

সত্যি ইস্পাতকঠিন মুখাবয়ব নিয়ে দ্রাবিড় সামলে যেতেন ভারতের ব্যাটিং, আগলে রাখতেন উইকেট। ইস্পাতকঠিন সেই মুখের আড়ালে যে একটা কৌতুকপ্রিয় দ্রাবিড়ও আছেন, সেটা তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনে কেউ জানতে পারেননি। তবে এবার রসিক দ্রাবিড়ের দেখা পাওয়া গেল তাঁর আত্মজীবনী নিয়ে সিনেমা হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করার পর।

দ্রাবিড়ের আত্মজীবনী নিয়ে তৈরি হতে যাওয়া সিনেমায় তিনি নিজে নামভূমিকায় অভিনয় করবেন কি না, সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নের উত্তরে মজা করে ভারতের সাবেক প্রধান কোচ বলেছেন, টাকার অঙ্কটা বেশি হলে অভিনয় করতে তাঁর আপত্তি নেই!

সিয়াট ক্রিকেট অ্যাওয়ার্ডসে গিয়ে এক প্রশ্নোত্তর পর্বে দ্রাবিড় বলেছেন, 'টাকার অঙ্কটা যদি ভালো হয়, আমি এই ভূমিকায় অভিনয় করব।' এটা বলার সময় দ্রাবিড়ের মুখে ছিল দুষ্টুমিসুলভ হাসি।

বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে ভারতের প্রায় এক যুগের শিরোপা,খরা কাটিয়ে সর্বশেষ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছেন কোচ দ্রাবিড়। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'সত্যি বলতে কী, আমি ভিন্ন কিছু করতে চাইনি। ওয়ানডে বিশ্বকাপে আমাদের দারুণ একটা অভিযান কেটেছে। আগে আমরা যে শক্তি আর উৎসাহ নিয়ে এগিয়েছি, সেই একইভাবে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য ছিল দলের। এরপর আমরা ভাগ্যের সামান্য ছোঁয়া পাওয়ার আশায় ছিলাম।'

পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের চেয়ে ১৩২ রান পিছিয়ে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে লড়াই করছে বাংলাদেশ। তৃতীয় দিনের শেষে ১৩২ রানে পিছিয়ে তারা। হাতে পাঁচ উইকেট। ক্রিজদে জমে গিয়েছেন লিটন দাস এবং মুশফিকুর রহিম। দু'জনেই অর্ধশতরান করেছেন। তবে ব্যর্থ শাকিব আল হাসান।

বিনা উইকেটে ২৭ রান নিয়ে তৃতীয় দিন খেলা শুরু করেছিল বাংলাদেশ। জাকির হাসান (১২) এবং নাজমুল হোসেন (১৬) বেশি ক্ষণ টিকতে পারেননি। ৩০ মাস পরে জাতীয় দলে ফেরা ওপেনার শাদমান ইসলামের সঙ্গে যোগ দেন মোমিনুল হক।

দু'জনে মিলে তৃতীয় উইকেটে ৯৭ রানের জুটি গড়েন। মোমিনুল ফেরার পর নামেন ১০ মাস পরে টেস্টে ফেরা মুশফিকুর। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পাকিস্তানের পেসারদের সামলানোর পর ঠিক চা-বিরতির ঠিক আগের বলে ৯৩ রানের মাথায় ফেরেন শাদমান।

চা-বিরতির পর টিকতে পারেননি শাকিবও। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মুশফিকুরের সঙ্গে যোগ দেন লিটন। আগ্রাসী ইনিংস খেলে তিনি এবং মুশফিকুর বাংলাদেশের রান তিনশো পার করে দেন। ৯৮ রানের জুটি গড়েছেন দু'জনে। ওভার প্রতি প্রায় সাড়ে পাঁচ রান করে তুলেছেন। পাকিস্তান দ্বিতীয় নতুন বল নেওয়ার পর আরও আগ্রাসী খেলেন বাংলাদেশের দুই ব্যাটার।

৮৯তম ওভারে নাসিম শাহকে একটি ওভারে তিনটি চার এবং একটি ছয় মেরে অর্ধশতরান পূরণ করেন। চতুর্থ দিন সকালে বাংলাদেশকে দ্রুত গুটিয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে নামবে পাকিস্তান।

বিশ্ব কুস্তিতে সোনা জিতল নেহা, চারটি সোনা ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত সপ্তাহে অলিম্পিক্স অভিযান শেষে বিনেশ ফোগাট বাড়ি ফেরার দিন মাঝরাত পর্যন্ত জেগেছিল সে। টাকার নোট দিয়ে মালা বানিয়ে পরিয়ে দিয়েছিল বিনেশের গলায়। অলিম্পিক্সে বিনেশের পদক হাতছাড়া হলেও, মান রাখল নেহা সাঙ্গওয়ান। হরিয়ানার যে বালালি গ্রামে থাকেন বিনেশ, সেই গ্রামের মেয়ে নেহা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতল। প্রতিযোগিতায় এখ নও পর্যন্ত চারটি সোনা জিতেছে ভারত।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ৫৭ কেজি বিভাগে সোনা জেতে নেহা। জাপানের সো সুতসুইকে হারায় ১০-০ পয়েন্টে। এক ওয়েবসাইটে বলেছে, আমার কাছে এই সোনা বিরাট ব্যাপার। বিনেশ দিদি এবং সকল মহিলা কুস্তিগিরকে এই পদক উৎসর্গ করছি। বিনেশ দিদি আমাদের সবার কাছে অনুপ্রেরণা। এই পদক বালালি গ্রাম এবং ভারতের আরও অনেক মহিলা কুস্তিগিরকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

নিজের গ্রামে ফিরে বিনেশ বলেছিলেন, একদিন তাঁর গ্রামের মেয়েরাও বিশ্ব মঞ্চে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করবে। সেটাই হয়েছে। নেহার বাবা অমিত কুমার সাঙ্গওয়ান বলেছেন, তবিনেশ ফেরার দিন দুপুরবেলা বসে বসে ধৈর্য নিয়ে মালা বানিয়েছিল নেহা। মঞ্চে যাওয়ার পর বিনেশ বলেছিলেন, ওর মতো কুস্তিগিরদের স্বপ্ন পূরণের জন্য ছোটা উচিত। বিশ্ব কুস্তিতে নেহার পদক দেখে নিশ্চয়ই বিনেশ গর্বিত।দ

শুধু নেহাই নয়, বিশ্ব কুস্তিতে আরও তিনটি সোনা জিতেছে ভারত। অদিতি কুমারি, পুলকিত এবং মানসী সোনা জিতেছে। ৪৩ কেজি বিভাগে অদিতি ফাইনালে গ্রিসের লুইজা কিকাকে হারায় ৭-০ পয়েন্টে। ৬৫ কেজি ফাইনালে পুলকিত ৬-৩ জেতে দারিয়া ফ্রোলোভার বিরুদ্ধে। ৭৩ কেজি ফাইনালে মানসী হারায় হানা পিরস্কায়াকে।

ম্যাচ শুরুর ৯ সেকেন্ডেই লাল কার্ড!

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোপা সুদামেরিকানার ম্যাচে ব্রাজিলের ক্রুজহেইরোর মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনার বোকা জুনিয়র্স। ম্যাচ শুরু হতেই ৯ সেকেন্ডের মাথায় লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় আর্জেন্টিনার ক্লাবটির ডিফেন্ডার লুইস অ্যাডভিনকুলাকে।

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচের প্রথমেই অ্যাডভিনকুলাকে লাল কার্ড দেখানোয় গোটা ম্যাচ ১০ জনে খেলতে হয় বোকা জুনিয়র্সকে। নির্ধারিত সময় ২-১ ব্যবধানে জেতে ক্রুজহেইরো। তবে প্রথম লেগের ম্যাচে বোকা জুনিয়র্স ১-০ ব্যবধানে জিতে থাকায় টাইব্রেকার হয়। টাইব্রেকারে ৫-৪ ব্যবধানে জয় পায় ব্রাজিলের ক্লাবটি। তারা চলে যায় প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে।

অ্যাডভিনকুলা পেরুর ফুটবলার। ম্যাচের শুরুতেই আক্রমণে ওঠে ক্রুজহেইরো। ব্রাজিলের ক্লাবটির স্ট্রাইকার লুকাস রোমেরোকে ট্যাকস করার চেষ্টা করেন রাইট ব্যাক অ্যাডভিনকুলা। তা করতে গিয়ে ডান পা দিয়ে রোমেরোর গোড়ালি চেপে দেন তিনি। গুরুতর চোট পেতে পারলেন ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার। কাছেই ছিলেন অভিজ্ঞ রেফারি উইলমার রোল্ডান। তিনি সময় নষ্ট না করে সরাসরি লাল কার্ড দেখান ৩৪ বছরের পেরুর ফুটবলারকে। বোকা জুনিয়র্সের অন্য ফুটবলারেরা রেফারির সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও লাভ হয়নি। রেফারির সিদ্ধান্তে হতবাক অ্যাডভিনকুলাকে কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়। গোটা ম্যাচ তাঁর দলকে ১০ জনে খেলতে হয়।

কোপা সুদামেরিকানা কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রুজহেইরোকে খেলতে হবে প্যারাগুয়ের লিবারতাদের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, বোকা জুনিয়র্স থেকেই উঠে এসেছিলেন দিয়েগো মারাদোনা।

টেস্ট ক্রিকেট বাঁচাতে কোটি ডলারের তহবিল গঠনের পরিকল্পনা আইসিসির

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোয় প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের যোগ দেওয়ার স্রোত ঠেকাতে টেস্টে ম্যাচ ফি বাড়াতে বাড়ানোর কথা ভাবছে আইসিসি। আর তাই টেস্ট ক্রিকেটের জন্য আলাদা একটি তহবিল গঠন করা হতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম 'সিডনি মর্নিং হেরাল্ড'-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, যেসব দেশের ক্রিকেট বোর্ড টি,টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোর সঙ্গে পারিশ্রমিক দেওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতে পারছে না, তাদের সাহায্য করতে এই তহবিল গঠন করা হবে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ তহবিলের মাধ্যমে টেস্টে ন্যূনতম ম্যাচ ফি হতে পারে ১০ হাজার মার্কিন ডলার। সেরা ক্রিকেটারদের টেস্টে ধরে রাখার লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়ার দেড় কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলার (প্রায় ১ কোটি ৮১ হাজার মার্কিন ডলার) বা এরও বেশি অর্থের তহবিল গঠনের উদ্যোগ অনুসরণ করতে পারে আইসিসি।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) চেয়ারম্যান মাইক বেয়ার্ড গত জানুয়ারিতে এই তহবিল তৈরির ধারণা দেন। নিউজিল্যান্ডে গত ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত টেস্ট সিরিজের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা 'দুর্বল' দল পাঠানোর পর এই তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল যখ ন নিউজিল্যান্ড সফর করেছে, সে সময়েই দেশটিতে চলেছে ফ্র্যাঞ্চাইজি এসএ ২০ টুর্নামেন্ট। সেখানে শীর্ষ সারির ক্রিকেটারেরা থাকায় বাধ্য হয়েই দুর্বল স্কোয়াড নিউজিল্যান্ডে পাঠিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক স্টিভ ওয়াহ তখন সমালোচনা করে বলেছিলেন, টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে প্রশাসকদের কোনো 'ভাবনা নেই'। ওয়াহর এই সমালোচনার পর বেয়ার্ড টেস্ট ক্রিকেটের জন্য কিছু একটা করার তাড়না অনুভব করেন। বেয়ার্ড তখন বলেছিলেন, 'জাতীয় দলকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, ব্যাপারটা এমন অবস্থায় চলে এলে আমাদের অনেক কিছুই করতে হবে।'

এদিকে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, টেস্টের জন্য বিশেষ এই তহবিল গঠনের পদক্ষেপে সমর্থন রয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) এবং ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি)। আইসিসির পরবর্তী চেয়ারম্যান হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে থাকা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব জয় শাহও এর আগে প্রকাশ্যে টেস্টের জন্য তহবিল গঠনের পক্ষে কথা বলেছেন। টাকাপয়সায় ধনী নয়, এমন ক্রিকেট বোর্ডগুলোর টেস্ট ম্যাচ আয়োজনের খরচ পুষিয়ে দিতে '৫০ লাখ কিংবা ১ কোটি ডলারের বেশি' অর্থের একটি তহবিল গঠনের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন জয়। তবে সিডনি মর্নিং হেরাল্ড এর প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, এই তহবিল থেকে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী তিনটি ক্রিকেট বোর্ডের (ইংল্যান্ড, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া) সরাসরি উপকৃত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

ইসিবিও অন্য দেশের ক্রিকেট বোর্ডগুলোকে সাহায্য করতে আগ্রহী। এর আগে জিম্বাবুয়ে দলকে সাহায্য করার ইচ্ছার কথা জানিয়েছে ইসিবি। আগামী বছর মে মাসে একটি টেস্ট খেলতে ইংল্যান্ড সফরে যাবে জিম্বাবুয়ে। এই সফরের জন্য জিম্বাবুয়ে দলকে টাকা দেবে তারা। গত মাসে এই কথা বলেছেন ইসিবির প্রধান নির্বাহী রিচার্ড গোল্ড। স্কাই স্পোর্টসকে তিনি বলেছিলেন, '(দ্বিপক্ষীয় সিরিজে) সাধারণত যেভাবে কাজটা হয়, সফরকারী দল (নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়) আসার পর তাদের খরচ, থাকার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য খরচ দেওয়া হয়। কিন্তু সফরকারী দলকে কোনো ফি দেওয়া হয় না। আগামী বছর আমরা যখন জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলব, তখন সফরকারী দলকে (এসবের বাইরে) অর্থ দেওয়া হবে।'

ইসিবি গতকাল ২০২৫ সালে তাদের দেশের মাটির আন্তর্জাতিক সূচি ঘোষণা করেছে। সেই সূচি অনুযায়ী, আগামী বছরের ২২ মে ট্রেন্ট ব্রিজে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে চার দিনের টেস্ট খেলবে ইংল্যান্ড। ২০০৪ সালের পর থেকে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় কোনো সিরিজে অংশ নেয়নি ইংল্যান্ড।

ইসিবি আরও জানিয়েছে, লর্ডসে প্রথমবারের মতো মেয়েদের টেস্ট ম্যাচে অংশ নিতে ২০২৬ সালে ইংল্যান্ড সফরে যাবে ভারত। ক্রিকেটে সাম্য নিয়ে স্বাধীন কমিশন গত বছর প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, হোম অব ক্রিকেট নামে খ্যাত লর্ডসে ইংল্যান্ডের মেয়েদের কখনো টেস্ট খেলতে না পারার ব্যাপারটি 'সত্যিকার অর্থেই ভয়াবহ'।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**